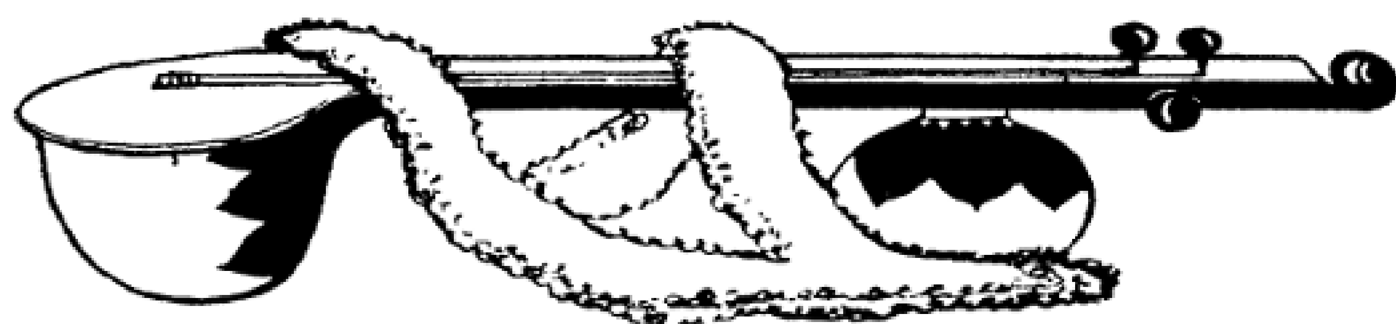
সরস্বতী বাঈ



নিগূঢ়ানন্দ

পরিবেশক :

বিদ্যার্থী পুস্তকালয়

৩০৫, ডায়মণ্ড হারবার রোড

কলিকাতা—৩৪

প্রথম প্রকাশ :—
আষাঢ়, ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী
কলি : ৩৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
শচিন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :—
ভারতী প্রেস
১৪, হরিপদ দত্ত লেন,
কলিকাতা-৭

প্রাপ্তিস্থান :
চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

যিনি এখন স্বর্গে আছেন, সেই হারিয়ে যাওয়া মাঁকে।

—লেখক

ভুমিকা

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে গেল রাজনৈতিক ঝড়। সেই রাজনৈতিক ঘুর্ণাবর্ত্যের মধ্যে ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেল একটি সরল হৃদয়। উন্মাদনার মধ্যে স্নিগ্ধ জ্যোতির মত উঁকি দিল সরস্বতীবাঈ। কিছু তার থেকে গেল—হারিয়ে গেল কিছু ইতিহাসের বাইরে। সেই অসমাপ্ত পাওয়াটুকু, না পাওয়ার সাথে মিলিয়ে দিয়ে কল্পনা দিয়ে রচনা এই কাহিনী।

লেখক।

তাপ্তি নদী। জল তার অল্প—কিন্তু ছল তার কম নয়। ছোট্ট ঢেউগুলো নাচে তার—; আবার কখনো ভিজে বাতাস পাঠায় ওপারে। ওপারে আমের কুঞ্জ,—তার নিবিড় ছায়া। সে ছায়ায় ফুলের মত একটি মেয়ে এসে দাঁড়ায় রোজ। হাওয়া ওকে ছুয়ে যায়; দেহটা একে বেকে নাচাতে থাকে মেয়েটা। সে কি বাতাসে দোলে—না আবেগ ওকে দোলায়? আবেগই ওকে দোলায়। নাচ শিখবে মেয়েটি। ওপারে মন্দিরে দেবদাসীরা নাচে। অবাক হয়ে দেখে মেয়েটি। কাচুলিতে আটা ওদের যৌবন অঙ্গভঙ্গিতে তা' যখন আরো তীব্র হয়ে ফুটে উঠে বিমুগ্ধ হয়ে যায় সে। নাচ শিখবে ও। নিজেকে উৎসর্গ করবে সে নটরাজের মন্দিরে।

এপাশের ফুলটিকে—ওপাশের আর একটি ফুল তাকিয়ে দেখে। নিবিড় তার কেশ, আয়ত তার চোখ। একদিন এগিয়ে আসে এফুলটি ওফুলের কাছে:

"তোমার নাম কি ভাই।"

"সরস্বতী।"

"কি কর তুমি রোজ এখানে?

"নাচ শিখি।"

"একা একা?"

"কে শেখাবে আর বল?"

"কি করবে নাচ শিখে?"

"দেবদাসী হব।"

উত্তর শুনে হাসে আর একটি ফুল।

"দেবদাসী হয়ে লাভ?"

"নাচতে পারব রোজ।"

"এত ভাল লাগে তোমার নাচ?"

"হ্যাঁ"

"তোমাকে নাচ শেখাব।" বলে আগন্তুক মেয়েটি।

দুটি কৃতজ্ঞ চোখ তুলে তাকায় সরস্বতী

"কি শিখবে?" বলে আগন্তুক।

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানায় সরস্বতী।

"তোমার নামটি তো বললে না?"

"আমার নাম হীরা"

"কোথায় থাক?

"তোমাদেরই পাশে!" 'বলে হীরা কাধ জড়িয়ে ধরেছিল সরস্বতীর।'

"আমরা দুটি বোন, কেমন?"

আহ্লাদে গদ গদ হয়েছিল সরস্বতী।

"এস তবে আমরা নাচি।"

এক দু' তিন। ধরে ধরে চরণ সম্পাত শেখাল হীরা সরস্বতীকে। মান আর অভিমান,....প্রেম আর জীবন ফুটে উঠল নূপুরে।

হীরা বলল: সরস্বতী কি চাও তুমি?

"নাচতে চাই।"

"তবে এস জীবনের মধ্যে চলে যাই আমরা।"

"জীবন কোথায়?" আশ্চর্য্য হয়ে তাকায় সরস্বতী।

"জীবন ওখানে।" বুরহানপুরের দুর্গের দিকে হাত বাড়ায় হীরা।

আশ্চর্য্য হয়ে যায় সরস্বতী:

"ওতো মিরখলিলের দুর্গ!"

"ওখানে মোঘলের হারেম আছে।"

"আমি যাবনা ওখানে।"

"কেন?"

"মুসলমান ওরা"

"কিন্তু তোমার কাছে তো জাতি ভেদ নেই।"

"কে বলল?—আমি মুসলমানকে ঘৃণা করি। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

"মিথ্যে কথা। তুমি হিন্দু নও, তুমি মুসলমান নও। তুমি শিল্পী। তোমার তো কোন জাত নেই।"

কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে সরস্বতী তাকায় হীরার দিকে।

"আশ্চর্য্য হচ্ছ?—কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলেছি সরস্বতী। তামার দেহে শিল্পীর লক্ষণ। শ্রেণী আর জাতির গণ্ডিতে তুমি আবদ্ধ হয়ে থাকতে পার না।"

"কিন্তু প্রেম ছাড়া তো শিল্প সম্ভব নয়। মোঘলদের কি প্রেম আছে?"

"কে বলল প্রেম নেই। মোঘল ইতিহাসের অন্তবর্তী সুরই তো প্রেম। 'শাহান শা' বাদশা শাজাহান—তিনি তো প্রেমের অমর সৌধ নির্ম্মান করেছেন যমুনার তীরে।"

"কিন্তু দাক্ষিনাত্যের সুবাদার ঔরঙ্গজীব তো গোড়া মুসলমান। ভালবাসতে জানে না সে। শিল্পকে শ্রদ্ধা করতে জানে না সে।"

"ব্যক্তিকে দিয়ে তো জাতিকে বিচার করা চলে না সরস্বতী। শুধু ঔরংজীবের কথা শুনেছ—দারার কথা তো শোননি। বাংলাদেশের শ্যামলকুঞ্জে সুজা তো প্রেমের নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। শোননি কি সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম? শোননি কি নূরজাহানের প্রতি তার অনুরাগের কাহিনী?"

"আমি থাকি তাপ্তির ধারে। নদীর কলস্রোত শুনি আমি। নিবিড় ছায়া গায় মেখে নি। আমি তো মোঘল ইতিহাসের সব কথা জানি না ভাই।"

"জানলে তুমি মোঘলকে ঘৃণা করতে না সরস্বতী" বলে হীরাবাঈ।

"তুমি বুঝি ভালবাস মোঘলকে খুব ?"

"ভালবাসি।"

"ব্যক্তিকে না জাতিকে ?"

"উভয়কে। ব্যক্তিকে ভালবেসে জাতির আরো গভীরে যেতে চহৈ আমি।" চোখ দুটো কেমন স্নিগ্ধ হয়ে আসে হীরার। মির খলিলে বাঁদী হীরাবাঈ।

"আসবে তুমি দুর্গে ? আমার পাশে থাকবে তুমি সারাক্ষণ। শুধু সঙ্গীত আর নৃত্যে জীবনটা কাটিয়ে দেব আমরা ? যদি পারি ভালবাসব কাওকে।"

একদিকে মন্দির, আর একদিকে দুর্গ। একদিকে ধূপ আর একদিকে আতর। উভয়ের আকর্ষণে কেমন দিশেহারা হয়ে যায়
।

"আমি যে দেবদাসী হোব মনে করেছি।"

"দেবতা কে ?" বলে হীরা

"নটরাজ।"

"না। দেবতা মানুষ। মানুষের মধ্যে এস তুমি সরস্বতী।" নিষ্ঠুর আন্দোলন শুরু হয় সরস্বতীর মধ্যে। মূক হয়ে যায় সে।

"যাবে তুমি ?" আবার আহ্বান জানায় হীরাবাঈ।

উত্তর দিতে পারে না সরস্বতী।

"কাল আবার আসব। তখন বোল কেমন ?" চিবুকটা স্পর্শ করে চলে যায় হীরা দুর্গের দিকে। অভিভুতের মত তাকিয়ে থাকে সরস্বতী।

॥ দুই ॥

অনেক দিন পরে সেই আম্র কুঞ্জের ছায়ায় আবার দাড়িয়েছে সরস্বতী। কতদিন তারপর কেটে গেছে হীরার আর সরস্বতীর তাপ্তি নদীর ধারে। সরস্বতীর সমস্ত দেহে ছন্দ ফুটিয়েছে হীরা। জীবনের তীর থেকে আহ্বান করেছে সে বারে বারে সরস্বতীকে। আজো তার কণ্ঠস্বর কানে বাজেঃ মানুষই দেবতা। সেখানে এস সরস্বতী। শিল্পীর তো জাতি নেই। ঘৃণা কোর না মোঘলদের তুমি। বুরহানপুরের দুর্গের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে সরস্বতী। হীরা বলেছিলঃ মোঘলকে সে ভালবাসে। ব্যক্তিকেও সে ভালবাসতে চায়।

সেই ব্যক্তির ভালবাসা হীরাকে নিয়ে গেছে বুরহানপুর দুর্গ থেকে। যা কল্পনার কাছে ছিল অসম্ভব—তাই সম্ভব হয়েছে। গোড়া মুসলমান ঔরংজীব ভালবেসেছেন হীরাকে।

ঔরংবাদের পথে চলেছেন দাক্ষিনাত্যের সুবাদার তরুন ঔরংজীব। দূরে যেতে যেতে চোখে পড়ল বুরহানপুরের দুর্গ। মিরখলিল তার শাসনকর্ত্তা। আপন মাসীর কথা মনে পড়ল ঔরংজীবের। মমতাজেরই ভগ্নী মিরখলিলের বেগম। এগিয়ে গেলেন তিনি বুরহান পুরের দিকে।

ছোট্ট তাপ্তি বয়ে চলেছে আপন মনে। ওধারে তার আম্রকুঞ্জের নিবিড় ছায়া। তার মধ্যে ও কার ছবি ভেসে উঠেছে?—বেহেস্তের হুরীর কি? ওখানে দাড়িয়েছিল হীরাবাঈ। দাড়িয়ে ছিল সরস্বতীরই জন্যে। দেহকে তরঙ্গিত করে তার নৃত্যের ছন্দ। অন্তরকে মথিত করে উঠছে তার গানের সুর। নিস্পলক দৃষ্টি মেলে ঔরংজীব দেখলেন তাকে আর অভিভূত হয়ে গেলেন।

"আমি তোমাকে মুক্ত করব হীরা। অর্থ নয় হৃদয় দিয়ে বাধব তোমাকে।"

আবার ঘোড়ায় উঠেছিলেন ঔরংজীব। যাবার সময় হীরার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন তসবীর: মনে রেখ আমাকে।

সবুজ আম্র কাননের পাশ দিয়ে—ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন ঔরংজীব.। অভিভুতের মত সেই দিকে তাকিয়ে ছিল হীরা। দৃষ্টির অন্তরালে ঔরংজীব হারিয়ে গেলে তসবিরের দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিল সে। একি! নিচে লেখা কার নাম? এযে ঔরংজীব! তৃতীয় মোঘল রাজপুত্র স্বয়ং। সমস্ত চেতনা দিয়ে সে তসবীর নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল হীরা।

ওধার থেকে ধীরে ধীরে এসেছিল সরস্বতী। আপনার অন্তরের মধ্যে তন্ময় হয়ে মিশে গিয়েছিল হীরা। কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না তার। কাধে হাত রেখেছিল সরস্বতী: হীরা!

সম্বিত ফিরে পেয়েছিল হীরাবাঈ। বুকে তখন তার ঔরংজীবের তসবীর।

"কি হল হীরা তোর?"

ধীরে ধীরে তসবীরটা বের করে দেখিয়েছিল হীরাবাঈ:

"চিনিস?"

"চিনি না। জানি।"

আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে হীরা।

"মনের মানুষ?" বলেছিল সরস্বতী।

"হ্যাঁ আমার মনের মানুষ। আমার মনের মানুষ!" বলে আবেগে আবার তসবীরটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল হীরাবাঈ।

"কে সখী?" জানতে চেয়েছিল সরস্বতী।

"ঔরংজীব!" তারপর অবিশ্বাস্য কাহিনীটা ভেঙ্গে বলেছিল। এক মুহূর্ত্ত আর ভাবতে পারেনি সরস্বতী। ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে ফিরে এসে বলেছিল সে: ফিরে আয় হীরা?"

"কেন?"

"বিশ্বাস নেই রাজপুত্রদের। নিচের মানুষ আমরা অনেক উপরে দৃষ্টি না দেওয়াই কি ভাল নয়?"

"মনের চেয়ে উর্দ্ধে কেউ নেই সরস্বতী। আমাদের সেই মন আছে। রাজপুত্রকেও সেখানে নত হতে হবে।"

"বিশ্বাস তোর সত্য হোক হীরা" বলেছিল সরস্বতী। কিন্তু চোখ দুটো তার সিক্ত হয়ে এসেছিল একটু।

"কি হোল তোর সরস্বতী?" বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল হীরা।

"যদি ঔরংজীব তোমাকে নিয়ে যায়?"

"ভয় কি—যাব।"

"আমাকে কোথায় রেখে যাবে?"

"কেন নিয়ে যাব সঙ্গে করে।"

সেই হীরা আজ নেই। স্বপ্ন তার সার্থক হয়েছে। প্রেম তার সফল হয়েছে। বাদশার ছেলে ঔরংজীব নিজেকে বিক্রয় করেছেন রমণীর মনের কাছে। হীরাবাঈ আর ঔরংজীবের প্রেমের কথা আজ সমস্ত দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

নিয়ে গেছেন হীরাবাঈকে ঔরংজীব নিজের কাছে। হীরাবাঈ আজ ঔরংজীবের হারেমের প্রথম রমণী। ঔরংজীব সম্পূর্ণ মুঠোর মধ্যে তার।

হীরাবাঈ কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিয়েছে ঔরংজীবের প্রেম। হীরাবাঈ বলেছিলো: "কি দিতে পারেন প্রেমের জন্য শাহাজাদা?"

"আমার প্রাণ পর্য্যন্ত" বলেছিলেন ঔরংজীব।

"প্রাণ চাই না। সামান্য একটা অনুরোধ রাখতে হবে আজ।"

"বেশ বল" বলেছিলেন ঔরংজীব।

"সুরা পান করতে হবে শাহাজাদা।"

মাথায় বাজ পড়েছিল ঔরংজীবের। গোড়া মুসলমান তিনি।

ইস্‌মালের মধ্যে সুরা পান নিষিদ্ধ। কাতর ভাবে তাকালেন ঔরংজীব হীরাবাঈয়ের দিকে: "আর একবার ভেবে দেখ হীরাবাঈ। অন্য যা তুমি বলবে।"

কপট অভিমান করেছিল হীরাবাঈ: "তাহলে ধর্ম নিশ্চয়ই আমার প্রেমের চেয়েও বড় আপনার কাছে?"

কথা ফুটল না ঔরংজীবের।

"উত্তর দিন শাহাজদা"

অবশেষে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়েছিলেন ঔরংজীব। ধর্মের চেয়ে প্রেম বড়। বললেন: "দাও তোমার পেয়ালা আমি পান করব।"

পান করতে হয়নি তাকে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে ছিল হীরাবাঈয়ের। ঔরংজীবের প্রেমের গভীরত্ব টুকু যাচাই করে নিয়ে ছিল সে।

আজ তাপ্তি নদীর তীরে নির্জ্জন আম্র কাননে সে কথা মনে পড়ে সরস্বতীর। বলেছিল হীরাবাঈ: "মোঘলের অন্তবর্তী সুর হোল প্রেম।" গোড়া ঔরংজীবও সে প্রেমের উর্দ্ধে উঠতে পারেননি। বুরহানপুর দুর্গের দিকে ফিরে তাকায় সরস্বতী। হীরাবাঈ যেন ডাকছে তাকে--"এস সরস্বতা।" দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে সরস্বতীর। মোঘল হারেমের বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বসে আর কি তার মনে আছে সরস্বতীর কথা!

হীরা বলেছিল—সরস্বতীর সমস্ত সত্বা হোল শিল্পের।

তারা শুধু এক শ্রেণীর—সে হোল শিল্পী। জাতি ভেদ নেই তাদের। মোঘল হারেমের প্রতি বিদ্বেষ থাকা উচিৎ নয় সরস্বতীর।

মোঘল হারেমের প্রতি আজ আর অবিশ্বাস নেই সরস্বতীর। বিশেষ করে তার জন্মরহস্য যখন সে জানতে পেরেছে। পিতৃ পরিচয় নেই তার। পথ ভ্রষ্ট দেবদাসীর কন্যা সে।

মা তার লক্ষ্মী সারখেল--গ্রামের এক প্রান্তে ঘর বেধে আছে। লোকে ডাকে লক্ষ্মীবাঈ বলে। অভিজাত ঘরের সন্তান লক্ষ্মী।

শিশু কালে উৎসর্গীত হোল দেবদাসী রূপে মন্দিরের কাছে। কিন্তু চন্দ্র ধীরে ধীরে একদিন ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

তার তরঙ্গিত দেহের বঙ্কিম স্পন্দন মুগ্ধ করল সহস্র সহস্র দর্শককে। একদিন সেই মন্দিরে এল এক নবীন পুরোহিত। দেহ চঞ্চল হোল লক্ষ্মীর। প্রাণ কাঁপল। উর্ব্বসীর মত একদিন ছন্দ ভঙ্গ হোল নৃত্যের। দেবতা বুঝি অভিশাপ দিলেন তার জন্য।

গভীর রাত্রে কে ডাকল নাম ধরে তাকে দুয়ারে ঃ

'লক্ষ্মী।'

বুকটা কাঁপল লক্ষ্মীর—"কে?"

"আমি পুরন্দর।"

নবীন পুরোহীত! ঝড় উঠল লক্ষ্মীর মধ্যে। উন্মত্ত বন্যা সমস্ত বাধা নিষেধের বেড়া ভেঙ্গে ফেলতে চায়।

দোর খুলবে কি খুলবে না? ধর্ম্ম আর প্রেম উভয়ে আকর্ষণ করতে লাগল তাকে। অবশেষে প্রেম বড় হোল। দোর খুলল—লক্ষ্মী।

নত মস্তকে দাড়াল সে পুরন্দরের সামনে। ধীরে ধীরে বলল পুরন্দর ঃ "আর থাকতে পারলুম না লক্ষ্মী। তোমার বিশাল চোখের আকর্ষণ আর এড়াতে পারলুম না আমি।"

"নটরাজ রাগ করবেন পুরন্দর।"

"নটরাজের যে চরণ সম্পাতে প্রেম বেজে উঠে—আমি তারই পূজারী লক্ষ্মী।"

"কিন্তু লোকে কি বলবে?"

"জীবনকে অস্বীকার করে—ধর্ম্ম বড় হতে পারে না।"

"কিন্তু আমি যে আমার জীবনকে উৎসর্গ করেছি। ফেরবার পথ নেই আমার আর।"

"বিধাতার বিধানে এমন নিষ্ঠুর বিচার হতে পারে না। জীবনকে

অস্বীকার কোর না লক্ষ্মী। চল আমরা অনেক দূর দেশে পালিয়ে যাই।"

"যাবে তুমি আমাকে নিয়ে অনেক দূরে?"

লক্ষ্মী ঝাপিয়ে পড়েছিল পুরন্দরের বুকে।

বেশী দূর আর যেতে পারেনি লক্ষ্মী। মন্দির ছেড়ে গ্রামের প্রান্তে তার স্থান হয়েছিল। ভীরু, কাপুরুষ পুরন্দর। প্রেমের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে ভয় পেল সে। কিন্তু অস্বীকৃত উত্তরাধিকার রেখে গেল সরস্বতীর মধ্যে। সরস্বতী অপাংক্তেয়, ঘৃণ্য, সমাজ বর্জ্জিত। তার সমাজ শিল্পীর সমাজ। দেশকালের উর্দ্ধে তার স্থান। আবার বুরহানপুর দুর্গের দিকে তাকায় সরস্বতী। হীরাবাঈয়ের কথা মনে পড়ে তার। ভুলে গেছে কি হীরা তাকে?

যাবার সময় শাহাজাদা ঔরংজিবের পাঞ্জা দিয়ে গেছে হীরা। বলে গেছে প্রয়োজনে যেন হীরার কাছে কুণ্ঠা বোধ না করে সরস্বতী। পাঞ্জাটা তার কাছে আজো আছে।

॥ তিন ॥

ঔরংঙ্গবাদ। দরবার বসেছে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের। শায়েস্তা খান প্রমুখ আমীর ওমরাহোরা ঘিরে বসেছেন শাহাজাদাকে। প্রত্যেকেরই মুখে চিন্তার ছায়া। শাজাহান ভয়ানক অসুস্থ। ঔরংজীব বিশ্বাস করতেন—শুধু অসুস্থ নন শাজাহান মৃত। দারা সত্য গোপন করে সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করে নিচ্ছেন। এই মুহূর্ত্তে কি করা কর্ত্তব্য ভেবে চিন্তান্বিত হয়েছেন ঔরংজীব। কাফের দারা সিংহাসন আরোহণ করবে এটা তিনি সহ্য করতে রাজি নন। ওমরাহদের সঙ্গে তাই ভীষণ ব্যস্ত ঔরংজীব।

গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি। হঠাৎ চমকে উঠলেন প্রহরীর আগমনে। শাহাজাদার পাঞ্জা দেখাল প্রহরী।

"কে ?"

"বলতে পারব না জাহাপনা। দেখিনি কোনদিন তাকে। অপূর্ব্ব সুন্দরী এক কন্যা।"

চমকে উঠলেন ঔরংজীব—"কে ?"

বিদায় দিলেন আমির ওমরাহদের। আদেশ করলেন প্রহরীকে ঃ "নিয়ে এস এখানে তাকে।"···

প্রহরীর সঙ্গে দরবারে ঢুকল সরস্বতী।

আশ্চর্য্য হয়ে খানিক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ঔরংজীব।

উদ্ভিন্ন যৌবনা তন্বী নারী। কোনদিন দেখেছেন বলে তো মনে পড়ে না। তার পাঞ্জা এ পেল কোথেকে ?

আদবকায়দা শিখে নিয়েছিল সরস্বতী। নত হয়ে সেলাম জানাল ঔরংজীবকে ঃ বন্দেগী জাহাপনা।"

"কে তুমি ?"

"আমি বুরহানপুর থেকে এসেছি শাহাজাদা।"

"বুরহানপুর !" আশ্চর্য্য হলেন ঔরংজীব।

কিছুটা বুঝল বুঝি সরস্বতী ঃ

"তাপ্তির তীরে সেই সবুজ আম্র কাননের কথা মনে পড়ে শাহাজাদা ?"

আরো আশ্চর্য হলেন ঔরংজীব।

"আমার অভিযোগ আছে জাহাপনা।"

"অভিযোগ !

"হ্যা অভিযোগ। আপনি আমাদের ঐশ্বর্য্যকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছেন। আপনি দস্যু।"

"সম্পুর্ণ তোমার অভিযোগ আমি বুঝতে পারছি না সুন্দরী। তোমার অভিযোগ যদি সত্যি হয়, ক্ষতিপুরণ দিতে রাজি আছি আমি।

আসবার জন্য বাঈ হয়েছিলাম। আপনি জৈনাবাদী হয়ে ব্যধধানের সৃষ্টি করেছেন।”

“জৈনা আমি শাহাজাদার কাছে। তোমার কাছে হীরা”—“হীরা মহামূল্যবান জিনিষ—বাদশাজাদাদেরই তা’ কাম্য। আমি শিল্পী আমার কাছে হীরা নয় হীরাবাঈই প্রিয়তমা।”

বুকে জড়িয়ে ধরেছিল হীরাবাঈ তখন সরস্বতীতে।

ঔরংজীব মুচকি মুচকি হাসছিলেন এতক্ষণ, বললেন: “আমি কিন্তু তোমাকে বাঈ বলব না স্বরস্বতী?”

“জাহাপনার যা মর্জ্জি ডাকবেন আমাকে।”

“আমি তোমাকে ডাকব দ্বিতীয় বেগম বলে।”

“অর্থাৎ আমি থাকব দোরে আর অন্তরে থাকবে জৈনাবাদী?”

“না। হৃদয়ের দুটো দিক আছে। তুমি থাকবে দক্ষিণে আর জৈনা বামে।”

“সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বামে বসা। স্ত্রীকে তাই বামে গ্রহণ করে হিন্দুরা। দক্ষিণে থাকে সখী। আমি আপনার সখীই হোব জাহাপনা।” হেসে উঠেছিল তিন জনে ওরা সমানে।

ঔরংজীব উঠে দাঁড়ালেন তার পর। “আচ্ছা দ্বিতীয় বেগম এবার তাহলে আসতে আজ্ঞা হোক।”

“শাহাজাদার অনেক করুণা। কসুর করেছি অনেক। মাপ করবেন হুজুর।”

উঠে দাড়িয়ে কুর্নীশ জানাল তাকে হীরাবাঈ আর সরস্বতী। ঔরংজীব চলে গেলেন দরবারে। নিবিড় করে সরস্বতীকে বুকে জড়িয়ে ধরল হীরাবাঈ: আমার সরস্বতী। আবদ্ধ আবেগ যেন ছুটে বেরল তার। একটু স্থির হয়ে তারপর জিজ্ঞেস করল হীরাবাঈ তাকে: “কেন চলে এলে হঠাৎ?”

“প্রেম আমাকে ডাকল যে হীরা।”

“কিন্তু একদিন তো তুমি ঘৃণা করতে মোঘলকে?”

"কারণ সেদিন আমি আমার আত্ম-পরিচয় জানতে পারিনি হীরা। যেদিন তা জানতে পারলাম—সেদিনই বুঝলাম মোঘল দরবার ব্যতীত স্থান নেই আমার। হীরা, আমি যে জাত শিল্পী।"

নিজের জীবনের কাহিনী ধীরে ধীরে বলে গিয়েছিল সরস্বতী হীরা বাঈরের কাছে। ঔরংজীবের বেগম মহলে বসে তাপ্তি নদীর মেয়ে হীরাবাঈ শুনেছিল সরস্বতী বাঈয়ের কাহিনী।

চার

বিশেষ স্নেহই করেছিলেন ঔরংজীব—সরস্বতীকে।

হীরাবাঈয়ের কক্ষে যখনি এসেছেন, সরস্বতীকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন তিনি। সরস্বতীর মনে হয়েছে, ভালবাসাটা যেন ভাগ করেই দিয়েছেন ঔরংজীব তাকে।

ঔরঙ্গবাদের হারেমে বসে অনেকবারই একথা মনে হয়েছে সরস্বতীর— আর নিভৃতে ভেবেছে সে '

নিভৃতে ভেবেছে ঔরংজীবের এই আন্তরিকতার মূলে কি ?

কখনো মনে হয়েছে, হীরাবাঈয়ের প্রতি ঔরংজীবের অনুরাগের মত একই আকর্ষণ বুঝি এটা। নিজের অন্তরালে বিচার করে তার সমর্থনে শক্ত কোন সমর্থন যেন সে পেয়ে ওঠেনি। ঠিক তার হৃদয়টি দুরু দুরু করে কেঁপে ওঠেনা ঔরংজীবের স্নেহ সম্ভাষণে।

তবে ?

সরস্বতীর মনে হয়েছে—এ হয়তো মোঘলের স্বভাব। হীরাবাঈয়ের সেই পুরোনো কথাগুলিই তার মনে পড়েছে : মোঘলের অন্তবর্তী সুরই প্রেম।

সরস্বতীর প্রতি ঔরংজীবের এ অনুরাগের হেতু হোল শিল্পীর প্রতি প্রেমের শ্রদ্ধা।

সেই কথা নিভৃতে নিত্য ভেবে নতুন পরিবেশে নিজের পরিমাপ নেবার চেষ্টা করতো সে।

আর আত্ম-জিজ্ঞাসা থেকেই মোঘলের আরো গভীর ভেতরে প্রবেশ করবার ইচ্ছা হোত।

সেদিন যেন সেই সুযোগই এসে গিয়েছিল তার :

ঔরঙ্গবাদ বেগম মহলের এক ধারে গোলাপ উদ্যান। অজস্র লাল রংয়ের ফুল ফুটেছে। ফোয়ারাগুলো মনের আনন্দে নিজেদের

বহু ঊর্দ্ধে ছুড়ে দিয়ে আবার লক্ষ বিন্দু হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। দুই সখী এগিয়ে এল উদ্যানের দিকে—হীরাবাঈ আর সরস্বতীবাঈ। অনেক তস্‌বীর এনেছিল হীরাবাঈ সঙ্গে করে।

কৃত্রিম সরোবর। চতুর্দিকে বাধান চাতাল। প্রতিবিম্ব জলে রেখে উপরে বসল ওরা দু'জন—আর বাতাস এসে কাঁপাল সেই ছায়া। হীরা বলল ঃ

"সরস্বতী ছবি দেখবি আয়।"

পাশে বসল সরস্বতী। তস্‌বীর মেলে ধরল হীরাবাঈ।

প্রথম মোঘল সম্রাট বাবর।

"কেমন লাগে সরস্বতী ?" জানতে চাইল হীরাবাঈ।

"প্রকৃতির মানুষ বাবর" জানাল সরস্বতী।

"তার মানে ?"

"বাবরের মধ্যে রয়েছে আদিম অকৃত্রিম মানুষের প্রতিচ্ছবি। প্রয়োজনের উপরে আকাঙ্খা নেই কিছুর প্রতি। কিন্তু বাঁচবার জন্য রয়েছে সংগ্রামের কঠিন সংকল্প।"

দ্বিতীয় তস্‌বীর খুলে ধরা হোল ঃ সম্রাট হুমায়ুন। "কেমন লাগল ?"

"সাধারণ।"

"মানে ?"

"বাঁচতে চায় কিন্তু উচ্চাকাঙ্খা নেই।"

"এবার ?" আকবরের ছবি মেলে ধরল হীরাবাঈ।

"উচ্চাকাঙ্খী"

"কেমন ?—"

"প্রেম নয়, প্রীতি নয়, আত্মপ্রসারের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত এ সম্রাট"

"জান আকবর শিল্পী, আকবর কবি, আকবর দার্শনিক, আকবর বীর ; মোঘলদের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সম্রাট এই আকবর।"

একটু অহঙ্কার নিয়েই যেন তাকাল হীরাবাঈ সরস্বতীর দিকে।

"আকবর সব। আকবর কিছুই নন। সব কিছুকে অতিক্রম করতে গিয়ে কিছুকেই অতিক্রম করতে পারেন নি তিনি।" বলল সরস্বতী।

হীরাবাঈরের মনের মত জবাব হোল না বোধ হয়। চতুর্থ ছবি মেলে ধরল হীরা—দেখ জাহাঙ্গীর।

একটু তাকিয়ে দেখল সরস্বতী।

"কেমন লাগছে?" বলল হীরা।

"ভোগী—"

পঞ্চম ছবি খুলল হীরা—সম্রাট শাজাহান।

"কেমন লাগে তোর?"

"বিলাসী-প্রেমিক।"

"মানে?"

"প্রেমের গাম্ভীর্য নষ্ট করেছেন ঐশ্বর্য্যের ব্যাপ্তি দিয়ে।"

"এ হোল দারার ছবি। কেমন লাগে?"

"দাম্ভিক।"

"এ হোল সুজার। কেমন?"

কোন উত্তর এলনা।

আর একটি ছবি বের হোল।

"এ ছবি সম্বন্ধে আমি কোন অভিমত জানাব না।" বলল সরস্বতী।

"কেন?"

"আমি যে ওর দ্বিতীয় বেগম"

"তবু শুনি!"

"অভিমান করবে না ত?"

"না।"

"এ হোল চতুর।"

সরস্বতীর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল হীরাবাঈ।

শেষ ছবি বের করল সে ঃ এবার ?

একটু গভীর মনোযোগ দিয়েই দেখল সরস্বতী ঃ হাতী।

হেসে উঠল হীরাবাঈ—মানে ?

"মানে খুব সহজ, শক্তি আছে—বুদ্ধি নেই।"

"তাহলে কাউকে তোমার পছন্দ হোল না মোঘল সম্রাটদের মধ্যে ?"

"হ্যাঁ হয়েছে।"

আশ্চর্য্য হয়ে সরস্বতীর দিকে তাকাল হীরা।

"কাকে ?"

"যে নিজের বুদ্ধি নিয়ে চলতে পারে না তাকে।

"সেত জাহাঙ্গীর আর মুরাদ।"

"তা হলে ওরাই।"

"এরকম অদ্ভুত পছন্দের কারণ ?"

"কারণ অতি সহজ। ভালবাসা জয় করতে চায়। বিজয়ই তার গৌরব। অনুভূতি যেখানে প্রবল প্রেম যেখানে সার্থক। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে প্রেমকে বিচার করা হোক এ আমি চাই না হীরা।"

"তাহলে মুরাদকে ভালবাসিস্ তুই ?"

"বেশ অভিসারিকা বেশে সাজিয়ে দাও আমাকে।"

সোহাগে সরস্বতীকে জড়িয়ে ধরেছিল হীরাবাঈ।

সেই মুহূর্ত্তে ঔরংজীব এসেছিলেন হীরাবাঈয়ের উদ্যানে। সসম্ভমে তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল হীরা আর সরস্বতী।

"দ্বিতীয় বেগম"—ডাকলেন ঔরংজীব।

"আদেশ করুন জাঁহাপনা।"

"আদেশ নয়—অনুরোধ করব।"

"আপনার অনুরোধ অস্বীকার করবার মত ক্ষমতা তামাম দাক্ষিনাত্যে কয়জনার আছে ?"

"আছে—সুবাদারের উপর যিনি সুবাদারী করতে পারেন তার।" বলেছিলেন ঔরংজীব।

"কে সে জনাব?"

"জৈনা।"

"জৈনাকে আপনি বিশেষ অনুগ্রহ করেন।"

"আমাকে তুমি এবার অনুগ্রহ কর দ্বিতীয় বেগম। কথা দাও তুমি রাখবে আমার অনুরোধ।" একটু যেন মিনতি করেই বলছিলেন ঔরংজীব।

"দক্ষিণ হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন শাহাজাদা। সুখ না হোক আপনার প্রয়োজনের দায়িত্ব অনেকটা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য আমার।" জানিয়েছিল সরস্বতী।

"তোমাকে একবার গুজরাট যেতে হবে।"

"গুজরাট!"

"হ্যাঁ গুজরাট। আমার বিশেষ দূত হয়ে যেতে হবে তোমাকে মুরাদের কাছে।"

"পারবো কি আমি সেই দৌত্যের দায়িত্ব বহন করতে?"

"আমি লোক নির্ব্বাচনে কোন দিন ভুল করিনি দ্বিতীয় বেগম" বলেছিলেন ঔরংজীব।

"আপনার আদেশ আমি গ্রহণ করলুম শাহাজাদা।"

"তুমি প্রস্তুত হও। গুজরাট যাবার ব্যবস্থা করছি আমি।" তারপর হীরাবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন ঔরংজীব—নিশ্চয়ই প্রিয়সখী ক্ষনিক বিরহ বেদনা সহ্য করতে পারবেন?"

একটু লাল হয়েছিল হীরা আর কপট কটাক্ষ করেছিল ঔরংজীবের প্রতি।

ধীরে ধীরে উদ্যান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন ঔরংজীব।

"হীরা—শাহাজাদাকে কয়দিন যেন কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে—কেন বলতো?" ঔরংজীব চলে গেলে জানতে চেয়েছিল সরস্বতী।

"দিল্লী থেকে কি নাকি সংবাদ এসেছে—তাই কেমন চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছেন যুবরাজ।"

প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছিল হীরাবাঈ:

"যাই হোক—শেষ পর্য্যন্ত তা হলে অভিসারেই চললে তুমি?"

"হাঁ—যাকে বলে প্রেমাভিসার।" একটু হেসে বলেছিল সরস্বতী। "আমার প্রয়োজন হোল কেন শাহাজাদার সেটা কি বুঝতে পেরেছ?" হীরার দিকে তাকিয়েছিল সে। "কেন বল তো?"

"রূপ এবং রূপা' দুইয়েরই প্রতি বাদশাজাদার অত্যন্ত অনুরাগ। মুরাদকে আজ তার প্রয়োজন—তাই রূপ এবং রূপা দুইই পাঠাচ্ছেন তিনি।"

অবাক হয়ে সরস্বতীর বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল হীরাবাঈ।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসেছিলেন ঔরংজীব। নিজহাতে লেখা পত্র দিয়েছিলেন সরস্বতীর হাতে: "আশা করি মুরাদের কাছেই পৌছুবে।"—"দ্বিতীয় বেগমকে অবিশ্বাস করবেন না শাহাজাদা।"

আপন হাতের অঙ্গুরী খুলে ঔরংজীব পরিয়ে দিলেন সরস্বতীকে: "আমার কথা ভুলোনা সরস্বতী। প্রয়োজন হলেই আমাকে তলব কোর।"

আনত হয়ে কুর্ণীস জানাল সরস্বতী ঔরংজীবকে।

"তকী খাঁকে তোমার সঙ্গে পাঠাচ্ছি। বিশ্বস্ত অনুচর। তার উপর নির্ভর করতে পার তুমি।" বলেছিলেন ঔরংজীব।

আবার নত হয়েছিল সরস্বতী। ধীরে ধীরে ঔরংজীব চলে এসেছিলেন বাইরে। শাহজাদা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে হীরার দিকে তাকিয়েছিল সরস্বতী।

"বিদায় দাও হীরাবাঈ"

"বিদায় নয়। তুমি আবার ফিরে এস।" সিক্ত দুটি চোখে বলেছিল হীরাবাঈ। চুম্বন করেছিল হীরাবাঈ সরস্বতীকে:

পাঁচ

চলেছে সরস্বতীবাঈ।

পশ্চিমঘাটের বন্ধুর পথের উপর দিয়ে চলেছে তার দৌত্য।

ঔরংজীবের নির্দ্দেশে এই দুর্গম পথই বেছে নিতে হয়েছে তাদের। উদ্দেশ্য দিল্লী আর আগ্রাকে এ দৌত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে রাখা।

দ্রুত চলবার পরও এক পক্ষ কাল কেটে গেল' অবশেষে গুজরাটের অনেক নিকটে এসে উপস্থিত হোল দৌত্য দলটি।

মুরাদ তখন সুরাটে শিবির সন্নিবেশ করে বসে আছেন।

সংবাদ পেয়ে সেই দিকেই চলল সরস্বতীবাঈ।

একদিন সুরাটের পথে যখন এগিয়ে যাচ্ছে সরস্বতী। দেখা গেল দূরে ডান দিকে কয়জন অশ্বারোহী সৈন্য।

দিল্লী বাদশাহের সৈন্য বেশ বোঝা গেল।

তকী খাঁ নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসল সরস্বতীবাঈয়ের কাছে।

"দিল্লী থেকে আমাদের পেছনে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়েছে। আমাদের এ দৌত্যের কথা জানতে পেরেছে ওরা।'

"এ আপনার সংবাদ না অনুমান?" জিজ্ঞেস করেছিল সরস্বতীবাঈ।

"এ আমার অনুমান। কিন্তু অনুমান হলেও সত্য। কারণ এ মুহূর্ত্তে দিল্লী থেকে কোন সৈন্যবাহিনী গুজরাট আসবার কথা নয়।"

"কেন—যে কারণে আমরা এসেছি—ঠিক সেই একি কারণে কি দিল্লী থেকে কোন দৌত্য আসা অসম্ভব?"

তকী খাঁ নিতান্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন—

"আমি স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছিনা।"

"বুঝতে আপনাকে হবে না। দায়িত্ব শাহাজাদা আমাকেই অর্পণ করেছেন।"

"আমরা কি করব বলুন? চলব—না এখানে বিশ্রাম করব?

"যেমনি চলেছে বাহিনী তেমনি চলতে থাকবে। আপনি শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা কত জানবার চেষ্টা করুন।"

"অনুমান হয়"....বলতে যাচ্ছিলেন কিছু তকী। তাকে থামিয়ে দিল সরস্বতী : অনুমান করতে চাই না আমি। সত্যি জানতে চাই। অনুসরণকারীর যদি সংখ্যায় অল্প হয় আমরা চলতে থাকব। যদি সংখ্যায় অনেক হয় তা হলে আমরা শিবির সন্নিবেশ করব।

"সে যে ভয়ানক বিপদের মুখে অপেক্ষা করা হবে?"

"সে দায়িত্ব আমার। আপনি আগে সত্য জানবার চেষ্টা করুন।" দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল সরস্বতী।

তক্ষুনি গুপ্তচর পাঠান হোল। সংবাদ এল—যে কয়টি সৈন্য আগে দেখা গিয়েছে তা দিল্লীশ্বরের অগ্রবর্ত্তী সৈন্য। পেছনে আছে দু' হাজার শিক্ষিত মোঘল অশ্বারোহী। সংবাদ পেয়ে সরস্বতীবাঈ বলল :

"শিবির সন্নিবেশ করুন।"

"তার চেয়ে দ্রুত চললে আমাদের ভাল হোতনা কি? বলল তকীখান।

"আমি যা আদেশ করছি করুন।" গম্ভীরভাবে তকী খাঁকে জানিয়ে দিল সরস্বতী।

দেখতে দেখতে অন্ধকার প্রান্তরে শিবির বসল—আর আলো জ্বলে উঠল।

"মোঘল বাহিনী কত দূর?" জানতে চাইল সরস্বতী

"মোঘল বাহিনী আমাদের কাছ থেকে এখন পাচ মাইল দক্ষিণে।" বিনীত উত্তর এল তকী খাঁনের।

"একই পথে আমাদের চলতে হবে কিম্বা অন্য কোন পথ আছে সুরাটের দিকে ?"

"অন্য পথ আছে। তবে তা রাত করে চলবার মত নয়। নিরাপদও নয়।" জানিয়েছিল তকী খান।

"সুরাট এখান থেকে কতদূর ?" জিজ্ঞেস করছিল সরস্বতী।

"ত্রিশ মাইল।"

"আদেশ দিল সবাইকে সরস্বতী—ডান দিকের অন্ধকার রাস্তা দিয়ে এগুতে হবে। সারারাত চলতে হবে আমাদের।

একটু আশ্চর্য্য আর বিরক্ত হোল তকী খাঁ। কিন্তু উপায় নেই। শুধু সে জিজ্ঞাসা করল ঃ এ শিবির কি হবে ?

"এ শিবির যেমনি আছে তেমনি থাকবে।"

"আলো ?"

'যেমনি আছে তেমনি জ্বলবে। চলুন।"

সরস্বতীবাঈ আদেশ দিল—আর পাচশত মানুষের ক্ষুদ্র একটি দল রাত্রির অন্ধকারে ডান দিকের ভাঙ্গা পথের দিকে এগিয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকার আর নীরবতা আচ্ছন্ন করে দিল বাহিনীটিকে।

অপর দিকে নিদ্দিষ্ট পথে চলতে গিয়ে থমকে দাড়াল দিল্লী বাহিনী। তাদের বাঁধারে আলোর সঙ্কেত। হেদায়েতুল্লার অধীনে চলেছে দারার দৌত্য মুরাদের কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি— "ওখানে আলো কিসের ?"

গুপ্তচরেরা সংবাদ জানাল--দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীবের দৌত্য চলেছে সুরাটের দিকে।

"কত সৈন্যের বাহিনী ?"

"ক্ষুদ্র বাহিনী। পাচশত সৈন্যের বেশী হবে না।"

কি ভাবলেন হেদায়েতুল্লা—আদেশ দিলেন ঃ চল ঐ শিবিরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

লুণ্ঠনের আগ্রহে অনুসরণকারীদের চোখগুলো জ্বলে উঠল।

তক্ষুনি গতি ফেরান হোল দিল্লী বাহিনীর। আলোর সঙ্কেত ধরে অনেক কাছে এগিয়ে এল দিল্লীর সৈন্যেরা। অচল সাক্ষির মত দাড়িয়ে আছে শিবির। নুপুরের ধ্বনি নেই। জীবনের স্পন্দন নেই।

আশ্চর্য্য হয়ে থামলেন হেদায়েতুল্লা। আক্রমণ করবার আগে জেনে নেওয়া ভাল— কার অধীনে চলেছে এ দৌত্য।

"কে চালাচ্ছে এ বাহিনী ?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"সরস্বতীবাঈ।"

"সরস্বতীবাঈ! বাঈজি নিয়ে যাচ্ছে দৌত্য ?"

"যতদূর জানতে পেরেছি—সরস্বতীবাঈই তার নাম।" জানাল অনুচর।

"আর কে আছে সঙ্গে ?"

"জানা যায়নি।"

এগুতে নির্দ্দেশ দিলেন হেদায়েতুল্লা। বললেন—

"কামানের এক্তিয়ারের মধ্যে এলে আমাকে জানাবে।"

"দেখতে দেখতে দু'শ গজ ব্যবধানের মধ্যে এসে গেল দিল্লী বাহিনী। তবু কোন সাড়া এলো না শিবির থেকে। একটু ভয় পেলেন হেদায়েতুল্লা"—গুপ্ত আক্রমণের আয়োজন করেনি তো ওরা? যা হোক—আদেশ দিলেন তিনিঃ আক্রমণ কর। রাত্রির অন্ধকারকে অলোকিত করে আর নীরবতা ভেদ করে কামান গর্জে উঠল দিল্লী সৈন্যের। কিন্তু প্রত্যুত্তর এল না কোন।

অবশেষে আক্রমণ বন্ধ করা হোল এপক্ষ থেকে।

পাচশত অশ্বারোহী সৈন্য ঘন সন্নিবেশে এগিয়ে গেল শিবিরের দিকে। শূন্য শিবির কেউ নেই। হেসে লুটোপুটি খেল মোঘল সৈন্যেরা।

খবর পেলেন হেদায়েতুল্লা— শূন্য শিবির।

"কিছু ফেলে গেছে ওরা ?"

"এক ঘড়া পাণীও নয় হুজুর।"

"শত্রুরা আমাদের যথেষ্ট ফাঁকী দিয়েছে।" ভাবলেন তিনি।

"একটা চিঠি পাওয়া গেছে জনাব।" চিঠিখানা হেদায়েতুল্লার হাতে তুলে দিল এক জন গুপ্তচর।

খুললেন হেদায়েতুল্লা। সুন্দর মুক্তার মত অক্ষরে দু' ছত্তর লেখা ঃ সুরাটে আমাদের দেখা হবে খান সাহেব। মুরাদের দরবারে উভয়ে তখন আমরা চিঠি পেশ করব।

—সরস্বতীবাঈ।

নিজের দুগাল আচ্ছা করে চাপড়ে দিতে ইচ্ছে হোল হেদায়েতুল্লার।

ছয়

স্বরাট বন্দর লুণ্ঠন করে সমুদ্রের ধারে শিবির গড়েছেন মুরাদ। প্রত্যূষে এসে সরস্বতীবাঈ পৌছুল স্বরাট। সংবাদ দেওয়া হলো মুরাদকে— ঔরংজীবের দৌত্য নিয়ে এসেছে তারই হারেমের এক রমণী। স্বরাটের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করে মুরাদ তখন গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেছেন। স্বপ্ন দেখছেন দিল্লীর পথে এগিয়ে যাবেন তিনি। যে দিন সংবাদ এসেছে শাহাজান অসুস্থ সেদিনই মনস্থির করে ফেলেছেন মুরাদ—দিল্লীর তক্‌তে তাউসের জন্য। তাঁর স্থির বিশ্বাস রোগশয্যা ছেড়ে শাজাহান আর উঠবেন না কোন দিন। স্বতরাং এমন সুযোগ গ্রহণ করাকেই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন তিনি। উত্তরাধিকার যুদ্ধ এক দিনে শেষ হবে না স্পষ্ট বুঝেছেন। সুতরাং বিপুল অর্থের প্রয়োজন দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য। উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র স্বরাট। অফুরন্ত তার ঐশ্বর্য্য— তাই কাল বিলম্ব না করে তা আক্রমণ করেছেন মুরাদ। ঔরংজীবের দৌত্যের কথা শুনে হাসলেন তিনি মনে মনে ঃ এইবার আরম্ভ হোল কূটনীতির পালা। ঔরংজীবের দৌত্য এসেছে—দিল্লী থেকে আসবারও নিশ্চয়ই বিলম্ব নেই। আদেশ করলেন মুরাদ—নিয়ে এস ঔরংজীবের দূতকে।

সরস্বতীবাঈকে জানান হলো—তলব করেছেন শাহাজাদা তাকে।

বুকটা একটু কেঁপে উঠল সরস্বতীবাঈয়ের। সেই তস্‌বীরের কথা মনে পড়ল তার। তারপর কি ভেবে একটু নিজের মধ্যেই হেসে নিয়ে বলল ঃ চল।

কি কথা মনে পড়েছিল তার? হীরাবাঈয়ের সেই কথা কি?

অভিসারে চলেছে সরস্বতী।

হীরাবাঈ যদি যেতে পারে ঔরংজীবের অভিসারে—

সরস্বতীবাঈই কেন পারবে না মুরাদের কাছে আসতে? নিতান্ত মসৃণ ওড়নাতে আবৃত সরস্বতীর দেহ। পাতলা মেঘের ফাকে চাঁদের মতই রহস্যময় দেখাচ্ছে তাকে।

দরবারে প্রবেশ করে সে নত হয়ে কুর্নীস করল মুরাদকে।

"কে তুমি?"

"সরস্বতী বাঈ।" মুখমণ্ডলের আবরণ খুলে ফেলল সরস্বতী। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মুরাদ তার মুখের দিকে।

কাচা সোণার মত রং। বিশাল আয়ত দু'টি চোখ। নিবিড় কালো কেশ।

বেহেস্তের হুরী দেখছেন কি মুরাদ চোখের সামনে?

গভীর দু'টি চোখ রাখল সরস্বতী মুরাদের চোখে। সেই তস্বীরের কথা মনে পড়ে গেল তার।

অভিভূত হয়ে গেলেন মুরাদ। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন উঠে দাড়ালনে তিনি—সৌন্দর্য্যের প্রতি আদিম মানুষের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য বোধ হয়। ঔরংজীবের পত্র এগিয়ে দিল সরস্বতী তার দিকে।

গ্রহণ করলেন মুরাদ। বললেন—

তুমি বিশ্রাম কর সরস্বতীবাঈ।

যথাসম্ভব আমি ঔরংজীবের দৌত্যকে বিচার করবার চেষ্টা করব।"

আদেশ করলেন মুরাদ খোজাকে: হারেমে নিয়ে যাও সরস্বতীবাঈকে।

আনত হয়ে কুর্নীস করল আবার সরস্বতীবাঈ—"যথাসম্ভব শিগ্‌গীর আমার উত্তরের প্রয়োজন শাহাজাদা।"

"আমি হারেমে তোমার সঙ্গে দেখা করব" বললেন মুরাদ।

আবার আনত হয়ে কুর্নীস করে হারেমের দিকে চলে গেল সরস্বতীবাঈ। তার গমন পথে কিছুকাল তাকিয়ে থেকে—

ঔরংজীবের চিঠি খুললেন মুরাদ—

প্রিয় মুরাদ—

আল্লার কৃপায় নিশ্চয় বহাল তবিয়তে আছ। এ সংবাদ আর তোমার কাছে নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নেই যে পিতা অসুস্থ। দিল্লীতে লোকের বিশ্বাস শুধু শাজাহান শুধু অসুস্থ নন—মৃতও। সত্য গোপন করে উত্তরাধিকারের পথ প্রশস্ত করতে চাইছে দারা। এমত-অবস্থায় নিতান্ত চিন্তায় পড়েছি। তুমি জান রাজ্যলিপ্সা আমার নেই। দরবেশের জীবনই আমি পছন্দ করি এবং আমি তা গ্রহণও করেছিলাম। কিন্তু পিতার অসুস্থতার সংবাদে আমিও চিন্তিত হয়ে পড়েছি। এ অবস্থায় তোমরা দূরে থাকলে সিংহাসনের পথ দারার প্রশস্ত। দারা যদি সিংহাসনে বসে, ভারতবর্ষে ইস্‌লাম বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস আছে যার তারই সিংহাসনে আরোহণ করা উচিৎ। কিন্তু ইস্‌লামের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা সত্যেও মক্কাতে পড়ে রয়েছে আমার মন প্রাণ। সিংহাসম অরোহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বিশ্বস্ত মুসলমান এবং শাজাহানের পুত্র বলে তুমিই সিংহাসনের যোগ্য অধিকারী। ইস্‌লামের দিকে তাকিয়ে আশা করি তুমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে না। গ্রহণযোগ্য বলে যদি মনে কর এ প্রস্তাব, তবে দিল্লীর দিকে এগিয়ে চল। দাক্ষিণাত্য থেকে আমি অগ্রসর হোব। আমাদের সম্মিলিত বাহিনী তোমাকে বসাবে দিল্লীর মস্‌নদে। আল্লাহো আকবর।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
ঔরংজীব

তীব্র প্রলোভন ঔরংজীবের প্রস্তাবে। মনে মনে ঠিক করলেন মুরাদ গ্রহণ করবেন এ আহ্বান। দিল্লীর খাঁকে পড়তে দিলেন ঔরংজীবের পত্র। তীব্রবুদ্ধি দিলীরখাঁন পড়ে বললেন: "সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না এ প্রস্তাব। তবে গ্রহণযোগ্য। সতর্ক হয়ে চললে লাভবানও হতে পারি আমরা।"

"তাহলে দিল্লীর পথে অগ্রসর হওয়া যাক—কি বল দিলীরখাঁ ?"

"নিশ্চয়ই। তবে ঠিক এই মুহূর্ত্তেই নয়। ওধারে দিল্লী থেকেও যে কোন প্রস্তাব আসবে না বলা যায় না? দিল্লীর প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর লাভজনক প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করব।" বললেন দিলীরখাঁ।

সেই মুহূর্ত্তেই সংবাদ এল—হেদায়তুল্লার অধীনে—দিল্লী থেকে দৌত্য এসেছে সুরাটে। আদেশ করলেন মুরাদ—"নিয়ে এস হেদায়েতুল্লাকে।"

প্রহরীবেষ্টিত হয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন হেদায়েতুল্লা। আনত হয়ে ভূমি স্পর্শ করে কুর্ণীস জানালেন তিনি মুরাদকে। তারপর এগিয়ে দিলেন দিল্লীশ্বরের পত্র।

পত্র দিয়েছেন শাজাহান স্বয়ং।

স্নেহের মুরাদ।

"সুরাট অতর্কিতে লুণ্ঠনের কোন অর্থ বুঝতে পারিনি আমি মোঘল সম্রাটকে তুমি মৃত বলে গ্রহণ করেছ? তোমার এই অবিবেচনায় আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়েছি। সুরাট থেকে আমি তোমাকে বেরারের সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছি। আশা করি আমার আদেশের অন্যথা হবে না। না হলে দিল্লী বাহিনী তোমার বিরুদ্ধে পাঠাতে বাধ্য হব আমি।"

ইতি
সম্রাট
শাজাহান।

নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ এ পত্র। শুধু চোখ রাঙানী নয়—লোভের টোপও রাখা হয়েছে সামনে। ভারতবর্ষের উর্ব্বরতম সুবা হোল বেরার। তার সুবেদার নিযুক্ত করে দেবার লোভ দেখান হয়েছে এ পত্রে।

দিলীর খানের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এ পত্রটি মুরাদ। পড়ে একটু হাসলেন দিলীরখাঁ। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন তিনি পত্র বাহককে ঃ সম্রাট শাজাহান কি জীবিত ?"

'সম্রাটের হস্তাক্ষর দেখে তা' অনুমান করে নেবার চেষ্টা করুন' বলেছিলেন হেদায়েতুল্লা।

"এ নকল হস্তাক্ষর।"

"যদি বিশ্বাস করেন তাই। আপনার বিশ্বাসের উপর আমার হাত নেই।"

মন্ত্রণার প্রয়োজন। মুরাদ জানালেন হেদায়েতুল্লাকে ঃ

"আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা বিবেচনা করে দেখছি এ প্রস্তাব।" আভুমি নত হয়ে কুর্ণীস করে চলে গেলেন হেদায়েতুল্লা।

দিলীরখাঁ বললেন ঃ ঔরংজীবেরও উপরে উঠবার চেষ্টা করেছেন দারা ?"

"মানে ?"

"দেখেন নি কি শাহাজাদা—দারা আপনাকে বেরারের সুবেদার নিযুক্ত করবার প্রস্তাব করেছে ?"

"দেখেছি।"

"এর অর্থ কি ? এক ঢিলে দুই পাখী মারা। আপনাকে গুজরাট থেকে সরান—আর বেরারে পাঠিয়ে ঔরংজীবের বিরুদ্ধে আপনার স্বার্থকে লেলিয়ে দেওয়া—যাতে করে দিল্লীর পথে ঔরংজীবের গতি ব্যাহত হয়। বেরার ঔরংজীবের সুবেদারীর মধ্যে। নতুন সুবেদারকে নিশ্চয়ই ঔরংজীব বিনাযুদ্ধে বরদাস্ত করে নেবেন না। ফলে আপনাদের দুজনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে গ্রহণ করে দারা সিংহাসনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবেন। আপনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন শাহাজাদা।"

"আমারও তাই অভিমত" বললেন মুরাদ। দিলীর খাঁকে বললেন—

"আপনি দুটো চিঠি লিখে দিন—এক দিল্লী আর এক ঔরঙ্গবাদ" তারপর উঠে দাড়ালেন মুরাদ। হারেমে যাবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়েছে। সরস্বতী বাঈ তার সমস্ত চেতনাকে স্পন্দিত করে দিয়ে গেছে। হারেমের দিক পা বাড়ালেন মুরাদ। হঠাৎ কি মনে পড়লে ফিরে দাড়ালেন: হ্যাঁ—ঔরংজীবকে লিখে দেবেন যে, তার প্রস্তাব আমি এক সর্ত্তে গ্রহণ করতে রাজি আছি!"

"সর্ত্ত!"

"হ্যাঁ, সর্ত্ত। সরস্বতী বাঈকে ফেরৎ পাবে না সে।"

একটু হাসলেন শুধু দিলীরখান। মুরাদকে তিনি বিলক্ষন চেনেন। বললেন: শাহাজাদার আদেশ অনুযায়ীই কাজ করা হবে!"

৭

নীল সমুদ্রের পারে মুরাদের হারেম। সেখানে বসে আছে সরস্বতীবাঈ। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে সে। তাপ্তি নদীর মেয়ে সরস্বতী। সমুদ্রের এই বিশাল ব্যাপ্তি দেখেনি সে কখনো। অনন্ত নীল জলরাশী কোথায় শেষ হয়েছে কে জানে। মুরাদের চোখের মধ্যে এই সমুদ্রের ব্যাপ্তি দেখতে পেয়েছে সরস্বতী। সরল অকৃত্রিম সে দুটি চোখ। সমুদ্রেরই মত অতলান্ত গভীর হৃদয়ের মধ্যে মিশে গিয়েছে তা'। এইতো চেয়েছিল সরস্বতী-বাঈ। ঔরংজীবের প্রখর বুদ্ধি চায়নি সে ; দারার অহঙ্কার চায়নি। সে চেয়েছিল বুদ্ধি-বৃত্তির বাইরে একটি বিশাল হৃদয়ের অনুভূতি। সে শিল্পী, প্রেম তার জীবনের অন্তর্বর্ত্তী সুর। বিচার বিশ্লেসনের বাইরে হৃদয়ের অনন্ত সমুদ্রে মিশে যেতে চায় সে। মুরাদের মধ্যে আছে সেই অকৃত্রিম হৃদয় ; বিচার হীন গভীর আবেগ। সমূদ্রের দিকে তাকিয়ে বারে বারে এক গভীর হৃদয়ের মধ্যে কেন যেন নিজেকে মিশিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় সরস্বতীর।

"সরস্বতী বাঈ !"

কে ডাকল পেছন থেকে ? চমকে উঠে সরস্বতীবাঈ। সমুদ্রেরই মত গম্ভির কণ্ঠ যেন !

ফিরে তাকায় সরস্বতী—পেছনে দাড়িয়ে শাহাজাদা মুরাদ নিজে। উঠে দাড়াল সে ; নত হয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

"তোমার কাছে এলাম সরস্বতীবাঈ।"

"শাহাজাদার সিদ্ধান্ত জানতে পারি কি ?"

"ঔরংজীবের প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলুম।"

"অশেষ ধন্যবাদ—শাহাজাদাকে।" আবার নত হল সরস্বতী ঃ

"দিল্লী থেকেও দৌত্য এসেছিল আপনার কাছে। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কি শাহাজাদার ?"

একটু আশ্চর্য্য হয়ে সরস্বতী বাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন মুরাদ।

"আশ্চর্য্য হচ্ছেন—আমি কি করে জানলুম এইতো ? ওরাই জানিয়েছে আমাদের। অনুসরণ করেছিল ওরা আমাকে।"

"বটে। তারপর ?" জিজ্ঞেস করলেন মুরাদ।

"সে সমস্ত কাহিনী বলবার এবং শোনবার সময় হবে কি জাহাপনা ?" বলল সরস্বতী।

"জানি মন চঞ্চল। কিন্তু তোমার কাছে মহাকাল স্থির হয়ে দাড়াক আজ।" বললেন মুরাদ।

কথার ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝি নিল সরস্বতীবাঈ। কিন্তু দাড়াবার উপায় নেই তার। কথা না বাড়িয়ে তাই সে বলেছিল ঃ

"শাহাজাদা, আপনি যদি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তবে তা' আমাকে জানালে বাধিত হব—শিগ্‌গীর ফিরতে হবে আমাদের ঔরঙ্গবাদ। আপনি যদি মেহেরবাণী করতে কুণ্ঠিত না হন তবে আমাদের যাবার নির্দ্দেশ আগে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। তা যদি না হয়—দিল্লী বাহিনী আমাদের পথ অবরোধ করে দাড়াবে।"

"সে কথা আমি জানি সরস্বতীবাঈ এবং তা জেনেই ঔরংজীবের কাছে আমার অভিমত পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। দিল্লীর দূতকে বর্তমানে কোন উত্তর দেওয়া হবে না। ঔরংজীবকে সংবাদ জানান হলে একেবারে ওদের সঙ্গে করে আমিই দিল্লীর দিকে এগিয়ে যাব।"

"সে কি শাহাজাদা; পত্র বাহিকা নিজেই যে এখানে রয়ে গেল। সংবাদ পাঠালেন কার মারফৎ ?"

"ঔরংজীবের সর্ত আমি গ্রহণ করেছি একটি সর্ত্তে সরস্বতী বাঈ, সে হোল তোমার বিনিময়ে।" বললেন মুরাদ।

"সে কি ! আমাকে আপনি বন্দী করে রাখতে চান ?"

"চেষ্টা করব। তবে লোহার শিকল দিয়ে নয়—মনের শিকল দিয়ে।"

শাহাজাদার হঠাৎ এ অনুরাগের পেছনে কোন কারণ আছে কি ?"

"কারণ ভালবাসা।"

"ভালবাসা ? নিজেকে যাচাই করে নিয়ে বলছেন একথা ?"

"অবশ্যই।"

"যাচাই করবার অবসরটুকু কখন পেলেন ভেবে অবাক হচ্ছি।"

"যে জহুরী একবার যাচাই করে রত্ন চিনতে পারে না—সহস্র চেষ্টা করলেও সে সত্যকে জানতে পারে না।"

মুরাদের মুখের দিকে একটু তাকিয়েছিল সরস্বতী ঃ "ভালবাসার ব্যবসা তাহলে শাহাজাদার পুরানো বলতে হবে ?"

"সরস্বতী তুমি শুধু রূপসী নও—তুমি বিদুষীও। আমার কথায় কোথাও ভুল ত্রুটি থাকলে তা দিয়ে আমার অন্তরকে বিচার কোর না।"

"শাহজাদা অন্তরকে বিচার করা কঠিন। তবু প্রশ্ন জাগে মনে। আপনি জানিয়েছেন আপনি আমাকে ভালবেসেছেন। এ বাঁদীর প্রতি অসীম করুণা। কিন্তু জানতে পারি কি ভালবাসা কি ?"

"ভালবাসার ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় সরস্বতী-বাঈ। জগতের কোন মনিষি, কোন দার্শনিক, কোন কবি আজ পর্য্যন্ত তা পেরেছেন কিনা সন্দেহ।" মুরাদ তাকালেন সরস্বতীর দিকে।

তার চোখে, চোখ রেখেই বলল সরস্বতী "একথা পারে নি সত্য—কিন্তু রূপের প্রতি আকর্ষণ আর প্রেমের মধ্যে তার পার্থক্যের রেখা টানতে পেরেছেন।"

"তুমি কি বলতে চাও এ মোহ আমার রূপের ?"

"হঠাৎ যদি অজ্ঞাতকুলশীলের প্রতি দরদ উথলে ওঠে তবে সন্দেহ হয় বৈকি।"

"বল সরস্বতী—লোহা চুম্বককে টানে, তা ভেবে চিন্তে টানে কি ?"

"না টানে না"

"কেন ?"

"টানাটা ওদের স্বভাব।"

"প্রেমের কাজও দয়িতকে আকর্ষণ করা। বিচারের স্থান নেই সেখানে। আর মোহ যদি রূপজও হয়—যতদিনের জন্য তা' থাকবে তত দিনের জন্য তা সত্য নয় কি ?"

কিছু সময় নীরব হয়ে মুরাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সরস্বতী। তারপর বলল—

"ধৃষ্টতা ক্ষমা ধরবেন শাহাজাদা। দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে আমি শিখিনি।"

"এত দর্শন নয়, এ আত্ম-দর্শন" বলেছিলেন মুরাদ। আরো বলেছিলেন—"আমি আমার অন্তরের অনুভূতি আর প্রেরনাকেই মেনে চলি। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার ইচ্ছা আর শক্তি কোনটি আমার নেই।"

"আর তা' নেই বলেই আমি আপনাকে ভালবাসি শাহাজাদা" হঠাৎ অন্তরটাকে অনাবৃত করে দিয়েই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সরস্বতী।

নিবিড় সোহাগ নিয়ে এই অপূর্ব্ব সুন্দর মেয়েটির দিকে তাকালেন মুরাদ। আর এববার তার মুখের দিকে তাকাল সরস্বতী, তার পর চিরন্তন নারীত্বের লজ্জা নেমে এল তার দু'চোখ ভরে।

আট

মুরাদের চিঠি ঔরঙ্গবাদে পেয়েছেন ঔরংজীব। উত্তর এসেছে তার। ঔরংজীব লিখেছেন মুরাদকে ঃ

পাদিশাজী—প্রস্তাব গ্রহণ করেছ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলুম। একপক্ষ কালের মধ্যে আমি আগ্রার পথে অগ্রসর হচ্ছি। ইতিমধ্যে তুমি শক্তি বৃদ্ধি করবার চেষ্টা কর। আমেদাবাদের কাছে দেখা হবে আমাদের। সরস্বতীবাঈয়ের প্রতি তোমার অশেষ করুণার কথা জেনে সন্তুষ্ট হলাম। তোমার সর্ত্ত শুধু গ্রহণ যোগ্যই নয় আনন্দদায়কও। আমার হারেমের উজ্জ্বলতম রত্নগুলির মধ্যে সরস্বতীবাঈ একটি। স্বতই আমার ভাগ্যে এসে জুটেছিল। আমার অযাচিত পাওয়া সংগ্রহ যদি তোমার প্রীতি বর্দ্ধন করতে পারে—তার চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই।

ইতি—

আর একটি চিঠি লিখেছেন ঔরংজীব সরস্বতীবাঈকে—

দ্বিতীয় বেগম—

আমার অশেষ স্নেহ নিও। আল্লা তোমার মঙ্গল করুণ। তুমি যে মুরাদের বিশেষ স্নেহভাজন হতে পেরেছ জেনে বিশেষ সন্তুষ্ট হলুম। আবার দুঃখিত হলুম এই ভেবে যে তোমাকে হারাতে হোল। তোমার দৌত্য সফল হয়েছে। চিরঋণী থাকব আমি তার জন্য তোমার কাছে। ভুলোনা যেন আমাকে কোনদিন। স্মরণ করলে আশাকরি দেখা পাব তোমার। মনটা বিশেষ ভাল নেই—তোমার সখী হীরাবাঈয়ের জন্য—আমার জৈনাবাদীর জন্য। ঔরঙ্গবাদের উদ্দান থেকে ফিরে এসে হঠাৎ সেদিন বুকে সে ভয়ানক ব্যথা বোধ করে, তার পরই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। হেকিমকে

তার অনবরত পার্শ্বচর করে রেখেছি। এখন সবই আল্লার হাত। হীরা চলে গেলে আমি বড় একা হয়ে যাব। তোমার কথা রোগের মধ্যেও বলছিল হীরা।

বার বার করে পড়ল চিঠিটা সরস্বতী। হীরাবাঈয়ের জন্য মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল তার। এই পৃথিবীতে হীরার মত আপন তার কে আছে! তাপ্তি নদীর তীরে প্রথম দেখাতেই সে তাকে আপন করে নিয়েছিল। তার শিল্পসত্তাকে তো হীরাই আবিষ্কার করেছে প্রথম। জীবনের সার্থকতা প্রেমে, একথা হীরাই বুঝিয়েছে তাকে। এবং তারি জন্যে মোঘল হারেমে প্রেমের মধ্যে স্থান হয়েছে তার।

আজো সুরাটের শিবির উঠান হয়নি। আরব সাগরের নীল জলরাশীর অনন্ত বিস্তারের দিকে তাকিয়ে তার নিজের কথাই ভেবে চলেছিল সরস্বতীবাঈ। এমন সময় শাহাজাদা মুরাদ এলেন সে শিবিরে। সরস্বতীবাঈ সমুদ্রের দিকে পিঠ রেখে বসে আছে। নিবিষ্ট মনে আরও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে সে। পেছন থেকে মুরাদ বারবার দেখতে লাগলেন তাকে। নীল ওড়নার দুর্বলতাকে ভ্রূকুটি করে সাপের মত বিলম্বিত বেনীটি বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। কাধের পাশ দিয়ে ভেসে আসছে হিরন্ময় দ্যুতি। সরস্বতীবাঈ কি পৃথিবীর না বেহেস্তের? বেহেস্তের হুরী বলে তাকে ভ্রম হয় মুরাদের। অনেক্ষণ দাড়িয়ে দেখলেন মুরাদ। তারপর ডাকলেন ধীরে ধীরে— "সরস্বতী।"

"বিষণ্ণ দুটি চোখ নিয়ে ফিরে তাকাল সরস্বতী।"

"একি! তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?" জিজ্ঞেস করলেন মুরাদ।

"সমুদ্র আমাকে উদাস করে দিয়েছে শাহাজাদা।"

"অসম্ভব নেই" বলেছিলেন মুরাদ,—"আরব সমুদ্রের এই

অসীম বিস্তার একদিন উদাস করেছিল সুলতান মামুদকেও। গুজরাটে এসে তিনি এতটা অভিভূত হয়েছিলেন যে সোমনাথ লুণ্ঠনের পর গজনী ত্যাগ করে এখানেই তার নতুন রাজধানী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন।"

"আপনিও কেন এইখানে আপনার রাজধানী গড়ে তুলুন না, শাহাজাদা?"

"বেশ কথা দিচ্ছি—এইখানে আমি আমার নতুন রাজধানী গড়ে তুলব,—তবে এক সর্ত্তে।"

"বলুন।"

"তুমি চিরদিন আমার পাশে থাকবে।"

"মানুষ সব সময় নিজের ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত হয়না শাহাজাদা। মানুষের আকাঙ্খা আর প্রাপ্তির মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়ে গেছে। আমি হয়তো ইচ্ছা করতে পারি, কিন্তু মৃত্যু এসে সে ইচ্ছা কৈ এক নিমেষে ভেঙ্গে দিতে পারে। জড়া এসে সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে পঙ্গু করে দিতে পারে।"

সে কথা বিশ্বাস করি সরস্বতীবাঈ। আল্লার মর্জির বিরুদ্ধে হাত নেই কারো। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাই বলে কি কেউ কখনো প্রতিজ্ঞা বিনিময় করেনি?"

"করেছে।"

"আমরাও না হয় তাই করবো?"

"বেশ আমিও প্রতিজ্ঞা করবো শাহাজাদা। কিন্তু এক সর্ত্তে।"

"বল।"

"গুজরাটের পথে আসতে আমি শুনতে পেলাম সম্রাট শাজাহান অসুস্থ। কেউ বলছে মৃত। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে আপনাদের মধ্যে তাই বিরাট প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন সবাই। আপনি এই রাজনীতি থেকে দূরে সরে দাড়ান। আসুন আমরা প্রেমের নতুন

সাম্রাজ্য রচনা করি এখানে।" কি এক মধুর স্বপ্নে সরস্বতীবাঈর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন। সে চোখের দিকে তাকিয়ে মুরাদ বললেন: কিন্তু এ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে দূরে সরে দাঁড়াবার উপায় যে নেই আমার। মোঘল বাদশাহের রক্ত রয়েছে আমার মধ্যে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমাকে এ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।"

"কেন?—"

"এই দেখ দিল্লী থেকে আদেশ এসেছে—বেরার যেতে হবে আমাকে। যদি না যাই দিল্লী বাহিনী প্রেরিত হবে আমার বিরুদ্ধে। যদি যাই? ঔরংজীবের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হতে হবে দাক্ষিণাত্যে। নিশ্চিত জীবন যাবন করবার সমস্ত সুযোগই যে মোঘল রাজপুত্র হয়ে হারিয়েছি সরস্বতীবাঈ।"

"কিন্তু শাহাজাদা—দিল্লীর তক্‌তে তাউস আর অন্তরের সিংহাসন এ দুটোর মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান।"

"বিশ্বাস করি। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে সরস্বতীবাঈ। ব্যতিক্রম এই মোঘলেরা। তাকাও জাহাঙ্গীরের দিকে, তাকাও আমার পিতা শাজাহানের দিকে, দেখবে এক দিকে তাদের রাজনীতি আর এক দিকে প্রেম। একদিকে লালকেল্লা—আর এক দিকে তাজমহল। এদুটোর সামঞ্জস্য আমাদের অসম্ভব নয়।"

সরস্বতী তাকিয়ে দেখল মুরাদের মুখের দিকে। কি একটা দীপ্তি তার মুখ মণ্ডল ছেয়ে দিয়েছে যেন। কথাগুলির মধ্যে বুদ্ধির চেয়ে আবেগ বেশী—তাই অত সহজে মনকে আকর্ষণ করে নেয়। সরস্বতী তো এইই চেয়ে ছিল।

মুরাদও তাকিয়ে ছিলেন সরস্বতীবাঈয়ের দিকে। সরস্বতীর বিশাল দুটি চোখে জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধতা। আগুনের আহ্বান নেই সেখানে। কোন পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারবে না সে।

"কি দেখছ সরস্বতী" জিজ্ঞেস করলেন মুরাদ।

"বিচিত্র এই মোঘলেরা শাহাজাদা—আমি তাই ভাবছি। সেই বিচিত্র মোঘলদের মধ্যে আপনিও একজন। হীরা বলেছিল—প্রেমই মোঘলের অন্তবর্তী সুর। যে কথা অবিশ্বাস করতে পারি না আজ আর। আচ্ছা শাহাজাদা—ভালবাসা যায় কাকে বলুন তো?"

"সে কথা তো কখনো বিচার করে দেখিনি সরস্বতী। যাকে ভাল লাগে তাকেই ভালবাসা যায়—এই আমার বিশ্বাস।"

"অনেক মানুষকে যদি ভালবাসা যায়?"

"তাও প্রেম। তবে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে তা মানব-প্রেম। আকবর বাদশার ছিল সেই প্রেম।"

"কোন নারী যদি অনেক পুরুষকে ভালবাসে, আর কোন পুরুষ যদি অনেক নারীকে ভালবাসে তবে তাও কি প্রেম হবে?"

"প্রেম আর মোহের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। আমি যেটুকু জানি, তাতে ভালবাসা যায় শুধু একজনকে। আর সেই ভালবাসার পাশাপাশি রূপের মোহ থাকতে পারে বহুর প্রতি। তাতে ভালবাসার মর্য্যাদা নষ্ট হয় না।"

"শাহাজাদা আমাকে কোন দিক্ থেকে গ্রহন করেছেন?"

"প্রথম দিক থেকে" স্পষ্ট বললেন মুরাদ।

"প্রথম দিক থেকে!" এ সৌভাগ্য সরস্বতীর হবে কি? সে যে চেয়েছিল এক অকৃত্রিম অন্তরের বিশাল সমুদ্রে মিশে যেতে। অভিভূত হয়ে তাকাল সরস্বতী মুরাদের দিকে। ধীরে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন মুরাদ সরস্বতীর দিকে। জীবনের আহ্বান জানাচ্ছে মুরাদ তাকে। নিজের হাত দিয়ে সে হাত দুটি স্পর্শ করল সরস্বতী। বুকের নিবিড় কাছে তাকে টেনে নিলেন মুরাদ। তার বুকে মাথা রেখে হৃদস্পন্দন শুনতে পেল সরস্বতী—ঠিক যেন সমুদ্রের আহ্বান।

"সরস্বতী নিশ্চয়ই তুমি আর ঔরংজীবের কাছে ফিরে যেতে চাইবে না?" বললেন মুরাদ।"

"না শাহাজাদা ফিরে যাবার জন্যে আমি আসিনি। আমি যে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গেছি।"

কথাটা ঠিক বুঝলেন না মুরাদ। বললেন—"সমুদ্রকে তুমি বুঝি খুব ভালবেসেছ?"

"হ্যাঁ শাহাজাদা।"

সমুদ্র কি? তার কি অর্থ,—বুঝে ছিলেন কি মুরাদ? বুঝুক না বুঝুক বলেছিলেন: উত্তরাধিকার প্রশ্নটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আমি সমুদ্রের তীরে তোমার জন্য নতুন রাজধানী তৈরী করব সরস্বতী।

'শাহাজাদার অশেষ করুণা জানিয়েছিল সরস্বতী।"

"জান সরস্বতী, আমার পিতা শাজাহান তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর অমর প্রেমের চিহ্ন রূপে গড়ে তুলেছেন তাজমহল। চিরকাল তা পৃথিবীতে মমতাজ শাজাহানের চিরন্তন প্রেমের সাক্ষী হয়ে বিরাজ করবে। আমি আজ তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি—মুরাদের প্রতি সরস্বতী বাঈয়ের প্রেমকে অমর করে রেখে যাব আমি।"

"শাহাজাদা প্রেম এমনি চিরন্তন। আপনার অকৃত্রিম ভালবাসা পেলেই ধন্য হব আমি। মৃত্যু প্রেমকে আঘাত করে, কিন্তু প্রেম নিজের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকে। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ বেঁচে আছেন, আপনাদেরও লায়লা মজনু কি নেই? প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সৌধের প্রয়োজন হয় না। প্রেম নিজেই অমর" অভিভূত হয়ে মুরাদ বলেছিলেন—সরস্বতী তুমি বেহেস্তের ফুল; ছিটকে এসে আমার বাগিচায় পড়েছ। তোমার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেবার ত্রুটি করব না আমি।

নয়

ঔরংজীবের দৌত্য গ্রহন করবার পর আমেদাবাদ এসে বিশ্রাম করছিলেন মুরাদ। দাক্ষিনাত্য থেকে ঔরংজীবের সংবাদ পেলেই এগিয়ে যাবেন তিনি। হঠাৎ আমেদাবাদ থেকে সংবাদ পেলেন দিল্লী থেকে যশোবন্ত সিংহকে পাঠানো হয়েছে মুরাদের বিরুদ্ধে। লোকবল নিতান্ত কম ! মাত্র ছ'হাজার সৈন্য সঙ্গে। মুরাদের জন্য উজ্জয়িনীতে অপেক্ষা করছেন তিনি। এসংবাদ পেয়ে ঔরংজীবের জন্য অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে না করে মুরাদ মালবে এগিয়ে গিয়ে যশোবন্তকে আক্রমণ করাই বিধেয় মনে করলেন এবং দ্রুত তার বাহিনীকে মালবের দিকে অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন। আর খুব সতর্ক প্রহড়াতে পেছনে ধীরে ধীরে হারেমকে নিয়ে আসবার নির্দ্দেশ দিলেন। ধীরে দ্রুত চলে চোদ্দই মার্চ, মালবের প্রান্ত দেশে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। মান্দাসোর এসে শুনতে পেলেন হারেমে বিপর্য্যয় ঘটেছে। সরস্বতী বাঈয়ের শিবির শূন্য। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

মুরাদের কাছে এর চাইতে দুঃসংবাদ আর হতে পারে না কিছু।

বুকের মধ্যে একটা দুর্দ্দান্ত যন্ত্রনা অনুভব করলেন তিনি। আদেশ দিলেন—শিবির গড়। সরস্বতী বাঈকে খুঁজে বের না করে অন্যত্র অগ্রসর হবেন না তিনি। দৃঢ় বিশ্বাস হোল—রাত্রির অন্ধকারে আমেদাবাদের পথেই পালিয়েছে সরস্বতী। তৎক্ষনাৎ দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হোল সেই দিকে।

মুরাদ ভেবে নিলেন এ সমস্তই ঔরংজীবের চাতুরী। তিনি স্থির

করলেন সরস্বতী বাঈকে খুঁজে না পাওয়া গেলে ঔরংজীবের সঙ্গে মিত্রতা অস্বীকার করবেন। মুক বেদনা আর আক্রোষে নিজের মধ্যে গুমরে মরতে লাগলেন মুরাদ।

ওদিকে যশোবন্তের বিরাট বাহিনী তখন মান্দাসোরের দিকে এগিয়ে আসছিল উজ্জয়িনী থেকে। অন্যূন বিশ হাজার রাজপুত তার অধীনে। এই দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত সৈন্যদের সম্মুখে দাড়াবার ক্ষমতা একা মুরাদের ছিল না। ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসতে লাগল মুরাদের উপর। মুরাদ কিন্তু জানতেও পারলেন না, ঝড় কোন দিক থেকে তার উপর ঘনিয়ে আসবার উপক্রম করেছে। মান্দাসোরে বসে ফিরে আমেদাবাদের দিকেই তিনি অশ্বারোহীদের পাঠালেন সরস্বতী বাঈয়ের খোঁজে।

অপর দিকে।

পথিমধ্যে যশোবন্তের দেখা হোল একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর সঙ্গে। বিপর্য্যস্ত কয়েকটি মানুষের ভীড়। রণক্ষেত্র থেকে পলায়মান মানুষের মত মনে হয়। বাঁশোয়ারার কাছে যশোবন্ত সিংহ থামালেন তাদের। সে বাহিনীকে পরিচালিত করছিল একজন নারী। জিজ্ঞেস করলেন যশোবন্ত সিংহ "কে তুমি?"

"দিল্ বাঈ?"

"কোথেকে আসছ?"

"আমেদাবাদ থেকে?"

"তোমার গন্তব্য?"

"গন্তব্য আগ্রা। গন্তব্য দারা। শুনেছি দারা এখন মোঘল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।"

"কি প্রয়োজন তোমার?"

"প্রয়োজন আত্মরক্ষা।"

"জিজ্ঞেস করলেন যশোবন্ত: "কেন, তুমি কি বিপন্না?"

"মহারাজ আমার অবস্থা দেখেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি প্রাণ ভয়ে ভীতা।"

"কি ভয় তোমার?"

"ভয় গুজরাটের শাসনকর্ত্তা মুরাদ।"

"কেন? কি অন্যায় করেছ তুমি?"

"অন্যায়? অন্যায় আমার রূপ" বলল দিল্ বাঈ। যশোবন্ত সিংহ আশ্বস্ত করলেন তাকেঃ "ভয় নেই তোমার দিল্ বাঈ। মুরাদের ধ্বংশ কামনাতেই দিল্লীশ্বর এ বাহিনী পাঠিয়েছেন আমার অধীনে। তুমি নির্ভয়ে আমাদের পাশে থাকতে পার।"

"দিল্‌বাঈ বললঃ নিশ্চিন্ত হব কেমন করে মহারাজ। রক্ষা করবার মত শক্তি যে আপনার আছে, কেমন করে বুঝব?"

"রাজপুতের বাহুবলকে তুমি বিশ্বাস কর না?"

"করি—বলল দিল্‌বাঈ—কিন্তু সব সময় বাহুবল জয়ী হয় না। জয়লাভ সংখ্যা গড়িষ্ঠতার উপর নির্ভর করে।"

"আমার সঙ্গে বিশ হাজার রাজ পুত সৈন্য আছে।"

"তাহলে মহারাজ আমাকে বিদায় দিন—আমি আগ্রাতেই পালাই।" বলল বাঈ।

"কেন? প্রশ্ন করলেন যশোবন্ত সিংহ।"

"মুরাদের নিজের সঙ্গেই ত্রিশ হাজার সৈন্য। তার পর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব এসে মিলিত হয়েছেন। সে এক মানুষের সমুদ্র মহারাজ, তার সামনে আপনার এই মুষ্টিমেয় বাহিনী কতক্ষণ দাঁড়াবে।"

"তুমি সত্যি বলছ"? প্রশ্ন করলেন যশোবন্ত সিংহ।"

"মিথ্যে বলে আমার লাভ নেই। দিল্লীশ্বরের মঙ্গল কামনাই করি আমি।"

চিন্তিত হলেন যশোবন্ত সিংহ। শিবির সন্নিবেশ করতে আদেশ দিলেন তিনি। কচরুড়ে শিবির বসল যশোবন্ত সিংহের

যশোবন্ত সিংহ বহুদিন নর্মদার উপর নজর রেখেছেন, যাতে ঔরংজীবের সেনা বাহিনী নর্মদা অতিক্রম করে মুরাদের সঙ্গে যোগদান করতে না পারে। ইতিমধ্যে সংবাদ পেলেন মুরাদ এগিয়ে এসেছেন মালবের দিকে। সুতরাং উজ্জয়িনী থেকে তিনি স্বয়ং বের হয়েছেন মুরাদের গতিরোধ করবার জন্য। হঠাৎ এই অবিশ্বাস্য সংবাদ পেয়ে কচরুডে তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন।

দিল্‌বাঈ বলল ঃ মহারাজ—আমি এবার নিশ্চয় আগ্রার পথে যেতে পারি ?" যশোবন্ত সিংহ বললেন ঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার কথা যথার্থ প্রমাণ পাচ্ছে তোমাকে ছাড়তে পারি না। সুতরাং কিছু দিনের জন্যে তোমাকে আমাদের কাছে থাকতে হবে।"

"মহারাজার যেমন অভিরুচি" হাসতে হাসতে বল দিল্‌বাঈ। তাকে এতটুকু বিচলিত মনে হোল না। যশোবন্ত সিংহ তক্ষুনি গুপ্তচর পাঠালেন আমেদাবাদের দিকে।

দুদিন পর গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে ফিরে এল ঃ দিল্ বাঈয়ের কথাই ঠিক। ঔরংজিব নর্মদা অতিক্রম করে আমেদাবাদে এসেছেন।

মুক্তি দিলেন যশোবন্ত সিংহ দিল্ বাঈকে ঃ তুমি এবার যেতে পারো।

দুদিন যশোবন্তের শিবিরে থেকে কিন্তু একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল দিল্‌বাঈ। পালাবার চেষ্টা করেছিল অনেক। কিন্তু কোন চেষ্টাই সার্থক হয়নি।

আজ যশোবন্ত সিংহের কাছে এলে বুকটা টিপ্ টিপ্ করে কাঁপছিল তার।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সংবাদ পেয়ে নিতান্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল দিল্‌বাঈ ঃ দিল্‌বাঈ বলল ঃ মহারাজ আমার কথা অবিশ্বাস করে আমাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এবার আমার কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, পুরস্কৃত করুন!

"কি পুরস্কার চাই তোমার সুন্দরী ?"

“আপনার ঐ গলার মালা।”

মহারাজ নিজের গলার মালা দিলেন দিল্‌বাঈকে। বললেন ঃ তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের পাশে থাকতেও পার। যেতেও পার। মুক্ত তুমি।

দিল্‌বাঈ বলল ঃ এখন চললুম মহারাজ। বাঁদীকে তলব করলে হাজির হব।

“তুমি কোথায় থাকবে, কি করে বুঝব ?”

“আপনার পাশে পাশেই থাকব ?” বলল দিল্‌বাঈ। তারপর অভিনন্দন করে চলে গেল মান্দ্রাসোরের দিকে। ‘একটা অদ্ভুত প্রহেলিকা’ ভাবলেন যশোবন্ত সিংহ।

মুরাদের শিবিরে দূত এল ঔরংজীবের। মুরাদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঔরংজীব ভারতের ভাবী সম্রাট বলে। আর? আর সংবাদ এসেছে সরস্বতীবাঈয়ের জন্য। বাদশাজাদা ঔরংজীব স্বয়ং পত্র লিখেছেন সরস্বতীবাঈকে।

পত্র খুলে পড়ল সরস্বতীবাঈ ঃ

দ্বিতীয় বেগম ঃ

আশা করি ভুলে যাওনি আমাকে। আজ অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছি আমি। পাশে আমাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই আজ। তোমার প্রিয়তমা সখী হীরাবাঈ আজ ইহলোকে নেই। ঔরঙ্গবাদে সেই যে তার বুকে ব্যথা হল আর সেরে উঠলেন না হীরাবাঈ। বেহেস্তের ফুল হীরাবাঈ। বহু সৌভাগ্যে আমি তার দর্শন লাভ করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ সংসারে সম্ভবতঃ আমাকে রাখতে চান না। তাই সমস্ত আকর্ষণ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত হীরাবাঈ তোমার কথাই বলে গেছেন। তার স্নেহের উপহার কিছু রেখে গেছেন তোমার জন্য। আমি তার প্রহরী হয়ে আছি। তুমি এসে আমাকে দায়িত্ব মুক্ত করলে বাধিত হব। একদিন তোমাকে দক্ষিণ হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলাম। তুমিও তা' গ্রহণ করেছিলে। আশা করি তোমার সম্পূর্ণ করুণা থেকে বঞ্চিত হইনি আমি। তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে রইলাম আমি।

ইতি।

পত্র পড়ে নিতান্ত বিমর্ষ হয়ে গেল সরস্বতী। সেই মুহূর্তে মুরাদ এলেন সরস্বতীবাঈয়ের শিবিরে।

আনন্দে উৎফুল্ল মুরাদ, বললেন।

"সরস্বতী শুভ সংবাদ এনেছি তোমার জন্য। আমেদাবাদ পৌঁছেই ঔরংজীব আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সম্রাট বলে। আমি জানি, ঔরংজীব যদি আমাকে সম্রাট বলে স্বীকার করে—তবে

দারা আর সুজার ক্ষমতা নেই আমাকে প্রতিরোধ করে। আজ আমি আনন্দ-উৎসব করব আমার শিবিরে।"

মৃদু হেসেছিল সরস্বতী, কিন্তু অপরাহ্নের মত একটা রাঙা বেদনা মাখান ছিল তার মুখমণ্ডলে। লক্ষ্য করেছিলেন মুরাদ, "তুমি যেন খুব সন্তুষ্ট হতে পারলে না এ সংবাদে?"

"এটা আমার কাছে নতুন সংবাদ নয় তাই। এর চেয়ে আরো বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আপনি। এ ক্ষুদ্র সংবাদে আমি কি করে আনন্দ করব বলুন! সাম্রাজ্যের চেয়ে যে আমি অন্তরকে বড় করে স্থান দিয়েছি।"

"তা' জানি। তবু, তুমি কি আজ আরও একটু বেশী আনন্দিত হতে পারনি এ বংবাদে?"

"হয়েছি শাহজাদা। আপনার আনন্দেই আমার আনন্দ।"

"কিন্তু আমি যেন একটা বিষণ্ণ ভাব তোমার মুখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি?"

"সত্যিই তাই শাহজাদা। আমি আজ একটু বিষণ্ণ। আত্মীয় বিয়োগে কে না বিষণ্ণ হয় বলুন?"

মুরাদ আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন: স্পষ্ট করে না বললে আমি সব বুঝতে পারছি না সরস্বতী।

সরস্বতী তখন ভেঙ্গে বলেছিল হীরাবাঈয়ের কথা; হীরাবাঈয়ের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্কের কথা। মুরাদ তার সে বেদনা যেন ভাগ করে নিয়েছিলেন নিজের মধ্যে।

"শাহজাদা যদি অনুমতি দেন তবে আমি ঔরংজীবের সঙ্গে দেখা করতে যাব আজ।"

"চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ঔরংজীবকে সান্ত্বনা দেওয়া আমারও কর্তব্য।"

সরস্বতীবাঈ বাধা দিয়েছিল: শাহজাদা যদি ত্রুটি মনে না করেন তবে বলব—ঔরংজীবের সঙ্গে আপনার রক্তের সম্বন্ধ থাকলেও

অন্তরের সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যখন দাঁড়িয়েছেন তখন সব কিছু বিচার না করে তাঁর শিবিরে যাওয়া আপনার উচিত হবে না।

"বেশ তাহলে যাব না। ঔরংজীব যখন দূতমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন—আমরাও তাঁকে তেমনি করেই সমবেদনা জ্ঞাপন করব।"

"আমরা নই শাহজাদা—আপনি—বলেছিল সরস্বতী, "ঔরংজীবের বিশেষ অনুরোধে আমাকে যেতে হবে সেখানে।"

"কিন্তু তোমার যদি বিপদ হয়?"

"ভয় নেই শাহজাদা। আমি একদিন তাঁর হারেমে ছিলাম। ক্ষতি করবেন না তিনি আমার। আর তাছাড়া আমি তাঁর দৌত্যকে সফল করেছি। পুরস্কারই প্রাপ্য, তিরস্কার নয়।"

"যদি তিনি আর তোমায় না ফিরতে দেন। বন্দী করে রাখেন?"

"বন্দী করবার জন্য মনের শেকলের প্রয়োজন। ঔরংজীবের সে শিকল হীরাবাঈয়ের সঙ্গেই চলে গিয়েছে। কিছু যদি অবশিষ্ট থেকেও থাকে—তা আমাকে বন্দী করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখানে বন্দী করতে গেলে বন্দীত্ব বরণও করতে হয়। আমার তো আর অবশিষ্ট শিকল নেই।"

ভয়ানক ভাল লেগেছিল মুরাদের। দু'পা এগিয়ে গিয়ে সরস্বতী বাঈয়ের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। আর হিরন্ময়দ্যুতিভরা নিটোল হাতটি তাঁর ওষ্ঠপুট দিয়ে স্পর্শ করছিলেন। সে স্পর্শে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ দিল। সম্পূর্ণ চেতনাশুদ্ধ দেহটা কেঁপে উঠেছিল সরস্বতীবাঈয়ের। মুরাদ কিন্তু এই প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনা দেখালেন না। আর তা দেখালেন না বলেই সরস্বতীকে আরো গভীর ভাবে অন্তরের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি।

"এবার আমার কোন ভয় নেই সরস্বতী।"

"আমার অন্তরকে যদি বিচার করতে পেরে থাকেন তার জন্য

আমি কৃতজ্ঞ শাহাজাদা। অন্তর এবং বাহির কোনদিক থেকে আজ আপনার চিন্তার কারণ নেই।" বলেছিল সরস্বতীবাঈ।

তখন সূর্য ডুবে গিয়ে পাতলা অন্ধকার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। ওপারে ঔরংজীবের শিবিরে আলো জ্বলে উঠেছিল। মুরাদের শিবিরে আরো বেশী।

মুরাদ বললেনঃ তুমি ফিরে এস সরস্বতী। আনন্দ উৎসব তুমি না ফেরা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে।

সরস্বতী জানালঃ আজ তো আমার কোন রকমেই আনন্দ উৎসবে যোগদান করবার উপায় নেই। আমার প্রিয়সখী হীরাবাঈয়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি আমি। আজ আমার শোক দিবস।"

"বেশ, তোমার প্রিয়সখীর জন্য আজ মুরাদের সমস্ত শিবিরে শোক উদ্‌যাপন করা হবে। উৎসব বন্ধ থাকবে আজ।"

তৎক্ষণাৎ মুরাদ উৎসবের আয়োজন বন্ধ করার জন্য আদেশ পাঠিয়ে দিলেন দিলীর খানের কাছে।

এগারো

ওপারে ম্লান আলো জ্বলছিল ঔরংজীবের শিবিরে। সেই দিকে সরস্বতীবাঈ চলল একা। শায়েস্তা খাঁ, শেখমির, খলিলুল্লা খান প্রভৃতি অনুচর নিয়ে ঔরংজীব তখন গভীর মন্ত্রণায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় সংবাদ পেলেন যে সরস্বতীবাঈ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ঔরংজীব তাকে শয়ন শিবিরে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। তক্ষুনি দরবার ভেঙ্গে তিনি চললেন শয়ন শিবিরের দিকে।

ঔরংজীবের শয়ন শিবিরে হীরাবাঈয়ের তস্বীর। তন্ময় হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল সরস্বতী। স্মৃতির মদির গন্ধ ভেসে আসছিল অনেক দূরের হারান দিন থেকে। তাপ্তি নদীর মেয়ে হীরাবাঈ…।

নিঃশব্দে ঔরংজীব প্রবেশ করেছিলেন শয়নকক্ষে। স্মৃতির নিবিড় স্বাদে এতটা জড়িয়েছিল সরস্বতী যে, পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুই ভুলে গিয়েছিল সে! ঔরংজীবের নিঃশব্দ উপস্থিতি টের পায় নি। হঠাৎ একবার পেছনে তাকাতে চমকে উঠেছিল সরস্বতী। ঔরংজীব স্বয়ং দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একটা গভীর বিষাদের ভারে গম্ভীর শাহজাদা। আনত হয়ে সেলাম জানাল তাঁকে সরস্বতী ঃ আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মাপ করবেন শাহজাদা ?"

মৃদু হাসলেন ঔরংজীব। সে হাসির দ্যুতি মাটির প্রদীপের মত। আজ ঔরংজীবকে অনেক সুন্দর মনে হচ্ছে সরস্বতীর। সেই প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি তার মুখমণ্ডলকে ত্যাগ করেছে।

"দ্বিতীয় বেগম—তুমি তাহলে আমাকে ভোল নি?"

"আপনি যে দক্ষিণ হৃদয়ে আমাকে স্থান দিয়েছেন শাহজাদা। কি করে ভুলব!"

"আমি আজ বড় অসহায়" বলেছিলেন ঔরংজীব।

"আল্লার বিধানের উপর তো হাত নেই কারো শাহজাদা। দুঃখ করবেন না। হীরা আপনাকে ত্যাগ করলেও হীরার প্রেম আপনাকে ঘিরে রয়েছে। মৃত্যু প্রেমকে কোন দিনই লুণ্ঠন করতে পারবে না।"

"জৈনা তোমার জন্য তার শেষ প্রীতি-উপহার কিছু রেখে গেছেন সরস্বতী।" বলেছিলেন ঔরংজীব।

"তার উপহার অস্বীকার করবার ক্ষমতা নেই আমার। আমি যে হীরার নিজের হাতে সৃষ্টি—তার উত্তরাধিকার আমার প্রাপ্য।"

জৈনাবাদীর রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করলেন ঔরংজীব। তার চোখ ঝলসান দ্যুতি এক মুহূর্তে হতচকিত করে দিল সরস্বতীকে। এক মুহূর্ত শুধু, তৎক্ষণাৎ নিজের চেতনার মধ্যে ফিরে এল সে, দুই হাতে গ্রহণ করল সে হীরার দান, কিন্তু আবার ফিরিয়ে দিল ঔরংজীবকে। "এই অর্থ রক্ষা করবার ক্ষমতা তো নেই আমার শাহজাদা।" বলেছিলে সরস্বতীবাঈ "আমার হয়ে আপনি এর তত্ত্বাবধান করুন। হীরার উপযুক্ত মর্যাদা হয় এমনি ভাবে আপনি তার জন্য কিছু একটা করবেন।"

ঔরংজীব বলেছিলেনঃ গুরুদায়িত্ব দিচ্ছ তুমি আমাকে সরস্বতী। কিন্তু তোমার অনুরোধ অস্বীকার করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

কিন্তু ঐ সমস্ত রত্নভাণ্ডার থেকে একটি জিনিষ গ্রহণ করল সরস্বতী। সে হোল হীরার তস্বীর। ছবিটা হাতে নিয়ে তাকিয়েছিল সরস্বতী ঔরংজীবের দিকে—"এই একটি জিনিষ আমার সঙ্গে নিচ্ছি শাহজাদা। যদিও জানি হীরা আমার স্মৃতির ছবিতে চিরদিন বেঁচে থাকবে তবু এটাকে আমি নিয়ে যাওয়াই কর্তব্য মনে করছি।"

ঐশ্বর্যের প্রতি গভীর নির্লিপ্তি এবং প্রেমের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধার এই জ্বলন্ত উদাহরণের সামনে ঔরংজীব বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এই দীর্ঘ জীবনে প্রথম নিতান্ত আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন।

"সত্যি, বুরহানপুরে সেদিন আমার যাত্রা নিতান্ত সৌভাগ্য ক্রমেই হয়েছিল। না হলে জীবনের একটা দিক আমার অজ্ঞাত থেকে যেত। সরস্বতী, তুমি আর হীরা আল্লার অপূর্ব সৃষ্টি।"

"আমি সামান্য বাঁদী মাত্র শাহজাদা।"

কি একটা আবেশ ভরে উঠেছিল ঔরংজীবের দুটো চোখে। সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন : আর কোথাও যেওনা সরস্বতী। তুমি এবার আমার কাছে থাক। আমি অন্তর বিচার করে দেখেছি, সেখানে তোমার জন্য স্থান আছে।

"আমি অপনার পাশে থাকব শাহজাদা, কিন্তু কাছে তো আর থাকতে পারব না।" বলেছিল সরস্বতী।

"কেন ?"

"কেন ? তার উত্তর জানতো হীরা। আমি যে শুধু আপনার দৌত্য নিয়ে নয়—অভিসারেও গিয়েছিলাম গুজরাটে।"

বুঝলেন ঔরংজীব সব। তারপর একটু নীরব থেকে বললেন : বুঝেছি—মোঘল রাজবংশের সঙ্গে তুমিও তোমার ভাগ্যকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছ। মুরাদ ধন্য। কিন্তু আমার প্রতিও যেন সম্পূর্ণ বিরূপ হয়ো না তুমি।

আজ ঔরংজীবকে কেমন যেন ভাল লেগেছিল সরস্বতীর। সম্ভবত : তার কৃত্রিমতা ছিল না বলে। সে বলল—

"আপনাকে কোন দিন ভুলবনা শাহজাদা।"

"এবার আসতে পারি শাহজাদা ?" অনুমতি চেয়েছিল সরস্বতী।

"খুব ব্যস্ত বুঝি ? মুরাদের শিবিরে আজ উৎসব হবে তাই ?"

"উৎসব তো হবে না শাহজাদা। আজ সেখানে শোক উদ্‌যাপন হবে।"

"কার ?"

"হীরার।"

ঔরংজীব সকৃতজ্ঞ দুটি চোখে তাকালেন সরস্বতীর দিকে ঃ

"হীরার হয়ে আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

"এবার তাহলে আমি আসি"—বলেছিল সরস্বতী।

"উৎসব যদি নাই হয়—তবে আর একটু থাক দ্বিতীয় বেগম। কথা আছে।"

"আদেশ করুন।"

ঔরংজীব বললেন ঃ মুরাদ আমার ভাই। সব ভাইয়ের মধ্যে ওকেই আমি স্নেহ করি আর ভালবাসি বেশী। মুরাদ সরল, অকৃত্রিম। তার পরিষ্কার মনের উপর অনেক সময়ই অনেকে প্রাধান্য বিস্তার করে। তার ফলে নিজের স্বার্থকে বুঝে নেবার ক্ষমতা থাকে না মুরাদের অনেক সময়। আমার অনুরোধ, মুরাদের উপর দৃষ্টি রাখবে। আমার প্রতি মুরাদের যাতে কোন সন্দেহ আর বিদ্বেষের সৃষ্টি না হতে পারে তুমি তার চেষ্টা করবে।

"ভাই-ভাইয়ে সম্প্রীতি যাতে নষ্ট না হয়—আমি তার আপ্রাণ চেষ্টা করব শাহজাদা। কিন্তু কারো উপর তো আমার অধিকার নেই।"

"মুরাদের উপর তোমার অধিকার আজ সর্বজনবিদিত।"

"শাহজাদা, প্রীতির স্থায়িত্ব কতটুকু! ভেবে অনেক ভয় হয়।"

"মোঘল চরিত্র তাহলে সম্পূর্ণ তুমি বিচার করতে পারনি" বললেন ঔরংজীব।

"মোঘলদের আমি দেখেছি প্রথম হীরাবাঈয়ের মধ্য দিয়ে। আজ নিজে বুঝবার চেষ্টা করছি।"

"একথা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারবে—প্রেমের অবমাননা মোঘলেরা কোন দিন করেনি, করবেও না।"

শাহজাদার ধারণা যেন আমার মধ্যে সত্য হয়ে ফুটে ওঠে।" উঠে দাঁড়াল সরস্বতী।

প্রস্তুত থাকেন তবে আমি আপানর কাছে গিয়ে আমার আনুগত্য জ্ঞাপন করব।”

ঔরংজীব বুঝতে পারলেন, যশোবন্ত সিংহ বিপদে পড়ে আনুগত্যেব কথা বলছেন। প্রতারিত হবার পাত্র তিনি নন। যে সুযোগ তিনি লাভ করেছেন তা হেলায় হারাতে চাইলেন না। লিখে পাঠালেন যশোবন্ত সিংহকে ঃ

“আমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আপনার প্রস্তাব সত্যি যদি অকৃত্রিম হয়ে থাকে তবে আপনি আপনার সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করে নাজাবৎ খাঁর সঙ্গে দেখা করুন। নাজাবৎ খাঁ আপনাকে আমার পুত্র মুহম্মদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

মুহম্মদের সঙ্গে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।”

এতটা অপমান রাজপুতের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ভয় পেলেও যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন যশোবন্ত সিংহ।

যশোবন্তের অনেক অসুবিধা ছিল। তার অধীনে ছিল অনেক মুসলমান সৈন্য। তারা সুস্থচিত্তে যশোবন্তের নির্দেশ মেনে নেবার অবস্থায় ছিল না। অপর পক্ষে যশোবন্তের নিজস্ব রাজপুত সৈন্যদের মধ্যে শ্রেণীগত বিদ্বেষ ছিল প্রচুর। ফলে একাগ্র চিত্তে বাধা দেবার মত অবস্থায় ছিলেন না যশোবন্ত সিংহ। অপর পক্ষে ঔরংজীব এ যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধের রূপদান করেছিলেন। তাঁর মুসলমান সৈন্যরা ছিল ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

উভয় পক্ষে সৈন্যসংখ্যা সমানই ছিল। যশোবন্তের অধীনে চল্লিশ হাজার।

আর ঔরংজীব ও মুরাদের অধীনে চল্লিশ হাজার।

কিন্তু যশোবন্ত সিংহ সৈন্য পরিচালনায় নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন, ফলে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও রাজপুতরা জয়লাভ করতে পারল না।

দেখতে দেখতে রাজপুতের রক্তে মাঠ লাল হয়ে গেল। বিরাট বাহিনী নিঃশেষিত হয়ে ঠেকল দু'হাজারে। যশোবন্তের ব্যক্তিগত অনুচর রাঠোর সৈন্য। অভূতপূর্ব বিক্রমে তারা বাধা দিতে লাগল ঔরংজীবের বাহিনীকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না। মুরাদ আক্রমণ করলেন যশোবন্তের মধ্য ভাগ। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল রাজপুতবাহিনী। যশোবন্ত সিংহ রাজপুত চরিত্র অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন রাখবারই চেষ্টা করলেন। দুটো ভয়ানক আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তিনি উৎসাহ দিয়ে চললেন আপন সৈন্যদের। অবশেষে সমস্ত সৈন্য নিঃশেষিত প্রায় দেখে নিজের জীবন দেবার জন্য শত্রুসৈন্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। কিন্তু বাধা দিল রাঠোর নেতৃবৃন্দ ঃ

"মোঘলদের আত্মকলহে আপনি কেন প্রাণবিসর্জন দেবেন ?" ফলে রক্তাক্ত দেহে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন যশোবন্ত সিংহ। যোধপুরের দিকে ফিরে চললেন যশোবন্ত সিংহ মুষ্টিমেয় কয়টি অনুচর নিয়ে।

যুদ্ধযাত্রার সময় হারেম সঙ্গে নিয়ে যাবার রীতি আছে মোঘলদের। মুরাদ এবং ঔরংজীব উভয়েরই মহিলারা ধরমাতের প্রান্তরে অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ বিপদের জন্য তাদের প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। সরস্বতীবাঈও প্রস্তুত হয়েছিল অশ্বপৃষ্ঠে। কিন্তু স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না সরস্বতী। উভয় পক্ষের জন্য তার মন কেমন করতে লাগল। যদি যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হন ? তার জন্য অনেকটাই সরস্বতী দায়ী হবে। যশোবন্তের জন্য ভয়ানক মায়া হয়েছিল তার। যদি মুরাদ আর ঔরংজীব পরাজিত হন— বুকটা দুলে উঠেছিল শঙ্কায়। একটা টিলার উপর উঠে তাই যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে ছিল সরস্বতীবাঈ।

সে এক যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা হ'ল তার। প্রতি মুহূর্তে মানুষের আর্ত চিৎকারের সে এক কি করুণ দৃশ্য। আবার

আক্রমণের সে কি নিষ্ঠুর লীলা! ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে কত জনের। দুই হাতে চোখ ঢেকে নিয়েছিল সরস্বতী বাঈ। আট ঘণ্টা যুদ্ধ চলল ধরমাতের প্রান্তরে। দিল্লী বাহিনীর মানুষের সমুদ্র ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল—চোখের সামনে অবিশ্বাস্য রূপে প্রাণ দিল রাজপুতেরা। অবশেষে মাত্র জন দশেক অনুচর নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন যশোবন্ত সিংহ। নিজেকে অপরাধী মনে হ'ল তার। স্পষ্ট দেখতে পেল সে, মুরাদের একদল অশ্বারোহী সৈন্য যশোবন্ত সিংহের পশ্চাৎ অনুধাবন করেছে। যদি ওরা চলতে থাকে—ধরে ফেলবে যশোবন্ত সিংহকে। তার ডান দিকে একশ গজ দূরে যোধপুরের দিকে চলে গেছে পথ। সেই পথে গেল মোঘলেরা। আর থাকতে পারল না সরস্বতী বাঈ। তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তার। মোঘল বাহিনী যশোবন্ত সিংহকে ধরবার আগেই যশোবন্ত সিংহ আর তাদের মধ্যে সামনে গিয়ে দাড়াল সে।

মোঘলেরা কাছে আসতে চিৎকার করে থামাল তাদের সরস্বতী—"থাম"।

থমকে দাড়িয়ে তার অপূর্ব্ব রূপের দিকে তাকাল মোঘলেরা। সরস্বতী বলল: যশোবন্তকে যদি ধরতে চাও তবে আমার সঙ্গে এস।

আগ্রার দিকে চলতে লাগল সরস্বতী বাঈ।

আর মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করল মোঘলেরা।

তের

যশোবন্ত সিংহ রণক্ষেত্র ত্যাগ করা মাত্র যুদ্ধ বন্ধের নির্দ্দেশ দিলেন ঔরংজীব। দিল্লী-শিবিরকে রক্ষা করবার মত অবশিষ্ট কোন সৈন্য ছিল না। অযথা আর নরহত্যা করতে চাইলেন না তিনি। যশোবন্ত সিংহের শিবির লুণ্ঠিত হোল। প্রচুর ঐশ্বর্য হস্তগত হোল ঔরংজীবের। যুদ্ধান্তে ঈর্ষার দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন মুরাদ ঔরংজীবের দিকে। ঔরংজীব বুঝলেন। কিন্তু মুরাদকে এখন চটান চলে না। দারার সঙ্গে একটা চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মুরাদকে প্রয়োজন। তাই তিনি যুদ্ধান্তে সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করলেন। মুরাদকে দিলেন এক-তৃতীয়াংশ, নিজে রাখলেন দুই তৃতীয়াংশ। চারটে হাতি দিলেন তিনি মুরাদকে, আর পনের হাজার স্বর্ণমুদ্রা—আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য।

এই লুণ্ঠিত দ্রব্য মুরাদের কাছে পাঠিয়ে তিনি লিখে দিলেন ঃ

পাদিশা'জী—

ধরমাত তোমার সৌভাগ্যের সূচনা। তক্‌তে তাউসের দিকে তোমার পথ প্রশস্ত হয়ে গেল অনেকটা। কাফেরের লুণ্ঠিত দ্রব্য দিয়ে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানালাম। আর তোমার পনের হাজার স্বর্ণমুদ্রা থেকে দু'হাজার আমার দ্বিতীয় বেগমকে দিও। তাকেও আমার স্নেহ জানিও।"

ইতি

পত্র পেয়ে নিতান্ত সন্তুষ্ট হোলেন মুরাদ। তক্ষুনি ছুটলেন সরস্বতী বাঈয়ের শিবিরে। সারা দিন ক্লান্ত, বিক্ষত তিনি—বিশ্রামের প্রয়োজন।

আনন্দের দিনে সরস্বতী কিন্তু করুণ সুরের একটি মুর্চ্ছানা তুলেছিল। বাইরে দাড়িয়ে খানিকটা স্থির হয়ে শুনলেন মুরাদ। তারপর পর্দ্দা সরিয়ে ভীতরে ঢুকলেন।

সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল সরস্বতী বাঈ—

"আসুন শাহজাদা।"

"আমি তোমার কাছে বিশ্রাম নিতে এলুম সরস্বতী" বললেন মুরাদ।

হাত ধরে তাকে নিজের পাশে বসাল সরস্বতী। মুরাদের দিকে লক্ষ্য করে দেখল যে, তার দেহে ক্ষতের চিহ্ন।

"একি আপনি যে আহত ?"

"তোমার স্পর্শ পেলেই আমি সেরে উঠব সরস্বতী।" জড়িত কণ্ঠে বললেন মুরাদ।

নিজের পালঙ্কে তাকে শুইয়ে দিল সরস্বতী। তারপর ধীরে ধীরে মুছে দিতে লাগল ক্ষতস্থান গুলি।

মুরাদ তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানির দিকে তাকিয়ে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করবার চেষ্টা করলেন তাকে।

"হজরতজী তোমার জন্য ভেট পাঠিয়েছেন" বললেন মুরাদ।

"হজরত জী'র অসীম করুনা" নির্ব্বিকার ভাবে বলল সরস্বতী।

"হজরত জী তোমার জন্য দুই হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পাঠিয়েছেন।"

"আমার হয়ে হজরত জীকে ধন্যবাদ দেবেন তার জন্য।"

সরস্বতীর ভাব দেখে মনে হোল, এ যুদ্ধ জয়ে সে গর্ব্বিতও নয়, সন্তুষ্টও নয়।

"তুমি কি এ যুদ্ধকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারনি ?" প্রশ্ন করলেন মুরাদ।

"না।"

"কেন ?"

"রক্তের বিনিময়ে যদি যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজন হয়, মানুষের

জীবনের বিনিময়ে যদি সিংহাসনের প্রয়োজন হয়, তবে ও ছুটোর কোনটিরই প্রয়োজন নেই আমার। শাহজাদা আবার চলুন আমরা দু'জন ফিরে যাই সেই গুজরাটের সমুদ্র তীরে। কি হবে সিংহাসন দিয়ে ?"

খুব আদর করে সরস্বতীর চিবুকখানি স্পর্শ করলেন মুরাদ : "তোমার কথা আমিও বিশ্বাস করি, বিশেষ করে তোমার জন্য সরস্বতী। তোমার কাছে সাম্রাজ্যের কোন মূল্য নেই আমার। তুমিই আমার সাম্রাজ্য।"

আগ্রহান্বিত ছুটি চোখ তুলে ধরল সরস্বতী মুরাদের দিকে : "তবে তাই চলুন শাহজাদা।"

"কিন্তু ফেরার পথ যে বন্ধ হয়েছে সরস্বতী। তামাম হিন্দুস্থানে আমাদের কোন স্থান হবে না, যদি না আমি যুদ্ধ করি। আমি যদি দরবেশের জীবনও নিই ঔরংজীব আর দারা আমার উপস্থিতিকে নিশ্চিন্তে গ্রহণ করতে পারবে না। বাঁচতে হলে হয় আমাকে অসি ধরতে হবে, নয়তো মরতে হবে। আমার জীবনের জন্যই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে সরস্বতী।"

জল এল সরস্বতীর ছুই চোখে—"কিন্তু আমি তো এ চাইনি শাহজাদা।"

"জীবনটা বিচিত্র সরস্বতী। চাইলেও এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় না—আবার অবাঞ্ছিত অনেক কিছুই গ্রহণ করতে হয়।"

"কিন্তু যুদ্ধটা কি আপনার অবাঞ্ছিত ?"

"ইচ্ছাকৃত এটা কিনা তা আমি বলতে পারি না। আমার মোঘল রক্ত কখনো কখনো যুদ্ধের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠে। কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি যে এ সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে প্রেম।"

"কিন্তু কেন লোকে যুদ্ধ করে ?"

"আমার কি মনে হয় জান—অনুভূতির অভাব হলে লোকে

সংগ্রামের জন্য ব্যস্ত হয়। অপরের বেদনাকে অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না বলেই তো লোকে আঘাত করতে চায়।"

"আপনার তো অনুভূতি প্রবল। তবু আপনি কেন যুদ্ধ করতে চান ?"

"আমি তো বলেছি সরস্বতী, স্বভাবের মধ্যে আমার যুদ্ধের বীজ থাকলেও আমি যুদ্ধ করি বাঁচবার জন্য। মারবার জন্য নয়।"

"আমি তো শুনেছি শাহজাদা, এই দেশে একজন সম্রাট ছিলেন—তিনি অস্ত্র না ধরেও প্রেমের সাহায্যে সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। এযুগে কেন তেমন হয় না ?"

"আমি যদি কখনো ভারতবর্ষের অধীশ্বর হতে পারি, তবে তোমায় কথা দিচ্ছি সরস্বতী—সম্রাট অশোকের আদর্শে আমি দেশ শাসন করব।"

"কিন্তু হিংসার পথে ক্ষমতায় গেলে কি তা সম্ভব ?"

"সম্রাট অশোকও তো একদা হিংসার পথ অবলম্বন করেছিলেন।"

সবটা গ্রহণ করল কি করলনা সরস্বতী, কে জানে। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল: ওহো দেখুন আমি কত বড় দায়িত্বহীন—কোথায় আপনার ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে দেব, নাত প্রয়োজনের মুহূর্তে কত বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে দিচ্ছি।" সরস্বতী তার মিষ্টি হাত দুটো আবার রাখল মুরাদের দেহে।

চৌদ্দ

ধর্মাতের যুদ্ধে জয়লাভ করে ঔরংজীব কিন্তু সময় নষ্ট করলেন না আর। তৎক্ষণাৎ আগ্রার দিকে রওনা হলেন। তাঁর প্রবলতম শত্রু দারা তখনো বিরাট শক্তির অধীশ্বর। সম্পূর্ণভাবে তার শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে না পারলে ঔরংজীবের শান্তি নেই। তার এই দ্রুত আগ্রার পথে এগুবার অর্থ হোল—দারা কল্পনা করবার পূর্ব্বেই চম্বল অতিক্রম করা।

ওদিকে দারা এই সময় আগ্রাতে বেশ কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকে তাকে উপদেশ দিয়েছিল যুদ্ধ না করে আগ্রাতে অপেক্ষা করতে। শাজাহানের উপস্থিতিতে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো তাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দারা সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারলেন না। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন চম্বল নদীর দিকে—যাতে ঔরংজীব নদী অতিক্রম করতে না পারেন। ধোল্‌পুরের কাছে শিবির গড়লেন তিনি। ঔরংজীব কিন্তু ধোল্‌পুরের চল্লিশ মাইল পূবে, দারার অজ্ঞাতসারে নদী অতিক্রম করে এলেন। আগ্রার পথ তার কাছে মুক্ত। সেই দিকে চললেন ঔরংজীব। জানতে পেরে দ্রুত গতি ধোল্‌পুরের ছাউনি উঠালেন দারা। আগ্রা পৌছুবার পূর্ব্বেই—ঔরংজীবকে বাধা দিতে হবে। অবশেষে এসে ঔরংজীবের গতিরোধ করতে পারলেন তিনি। আগ্রার আট মাইল পূর্বে সামুগড়ের প্রান্তরে দেখা হোল উভয় বাহিনীর। আটাশে মে, ঔরংজীব এসে পৌঁছুলেন। দারার সেনাপতিরা তাকে বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে আক্রমণ করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দারা ঔরংজীবের শিবিরের নিতান্ত কাছে এসে থেমে গেলেন। আক্রমণ করলেন না। ঔরংজীবের

আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য বরং তিনিই প্রস্তুত হলেন। ফলে ঔরংজীবকে নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ দিলেন দারা। ভাগ্যও বিরূপ হোল তার প্রতি।

দারা তার সৈন্য সাজালেন বিস্তির্ণ বালুকা ভূমির উপর। তার সৈন্য বাহিনীর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছিল রাজপুতেরা, কিন্তু তার পঞ্চাশ হাজার বাহিনীর অর্ধাংশই ছিল মোঘল বাহিনী। তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চললো না। অধিকাংশই যুদ্ধের ভান করল, যুদ্ধ করল না।

সমস্ত কামনাগুলো সামনে বসানো হোল তার। কামানের পেছনে বসল উঠের পিঠে বসান আগ্নেয়াস্ত্র। তারপর লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত হস্তিযুথ। তারপর দাড় করানো হোল অশ্বারোহী সৈন্য। দারার সম্মুখভাগে দাড়ালেন ছত্রশালের অধীনে রাজপুত বাহিনী। দারার দেহরক্ষী হিসাবে যুবরাজকে ঘিরে রইল চার হাজার বিশ্বস্ত আফগান।

অপর পক্ষে ঔরংজীব তার সম্মুখভাগ রচনা করলেন মুহম্মদ সুলতানের অধীনে দশ হাজার মুসলমান সৈন্য দিয়ে। মুহম্মদের সামনে রাখা হোল ঔরংজীবের কামান। ঔরংজীবের দক্ষিণভাগে দাঁড়ালেন ইস্‌লাম খান। মুরাদ তার নিজস্ব সৈন্য নিয়ে দাঁড়ালেন ঔরংজীবের বামভাগে। লৌহবর্মে সজ্জিত হস্তি বাহিনীকে ঔরংজীব তার সমস্ত বাহিনীর মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে রাখলেন। অবশেষে ২৯শে মে, ঔরংজীব বেলা প্রথম প্রহরে এগিয়ে আসলেন দারাকে আক্রমণ করবার জন্য। দারা দূর থেকে ঔরংজীবের বাহিনীকে দেখবামাত্র আক্রমনের আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার পক্ষের কামান গর্জ্জন করে উঠল। কিন্তু ঔরংজীব তখনো ছিলেন এক্তিয়ারের বাইরে। ফলে মিথ্যে অনেক বারুদ নষ্ট করলেন দারা। ঔরংজীব কিন্তু দারার বাহিনী তাঁর কামানের পাল্লায় না এসে পড়া পর্য্যন্ত প্রত্যুত্তর করেনি এতটুকু। এক ঘন্টা এপক্ষ

থেকে গোলা চলল। ঔরংজীবের নীরবতা দেখে দারা ভুল বুঝলেন। ধূয়ায় আচ্ছন্ন সম্মুখ। দৃষ্টি বন্ধ হয়ে এসেছে। দারা ভাবলেন ঔরংজীব ভয় পেয়েছেন। কামান বন্ধ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বার আদেশ দিলেন শত্রু পক্ষের উপর। সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জে উঠল ঔরংজীবেব কামান আর মরণ চিৎকারে ফেটে পড়ল দারার সৈন্যেরা। দারার প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হোল। কিন্তু রুস্তম খাঁ ভীম বিক্রমে মধ্যস্থলে ঔরংজীবকে আক্রমণ করলেন। অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে ঔরংজীবকে রক্ষা করতে লাগল তার অনুচরেরা। আর পারলেন না রুস্তম খাঁ। নিহত হলেন তিনি।

রাজপুত বাহিনী কিন্তু ঔরংজীব আর মুরাদের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিল তাদের। রাজা রামসিং রাঠোর চিৎকার করে উঠলেন মুরাদের সামনে এসে ঃ দারার কাছ থেকে সিংহাসন নিতে এসেছ!" আক্রমণ করলেন তিনি মুরাদের হস্তিকে। তারপর বিরাট এক বর্শা ছুড়ে দিলেন মুরাদের দিকে। নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে মুরাদ তীর ছুড়লেন তার দিকে। রামসিংহ উঠলেন না আব। সমস্ত রাজপুত বাহিনী মুরাদকে ঘিরে আক্রমণ করল। আপ্রাণ চেষ্টা করল তার হস্তিকে হাটু ভেঙ্গে নামাতে, কিন্তু কিছুতেই মুরাদের কাছে যেতে পারল না তারা। মুরাদ তার মুখে তিন জায়গায় গুরুতর আহত হলেন। তাঁর মাহুত হোল নিহত। শেষ পর্য্যন্ত মুরাদের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

রাজপুতরা এবার আক্রমণ করলো ঔরংজীবকে। আক্রান্ত মুরাদকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসছিলেন ঔরংজীব। একদিকে রাজপুত আর এক দিকে পাঠান জীবন-মরণ সংগ্রাম আরম্ভ হোল এখানে। কিন্তু ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল রাজপুত আক্রমণ। নতুন করে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসবার কেউ ছিল না। মুরাদের সঙ্গেই অর্ধেক শক্তি তাদের নষ্ট হয়েছিল। চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে বীরের মত মৃত্যু বরণ করতে লাগল রাজপুত বাহিনী।

রুস্তম খাঁ আর ছত্রশাল, দারার ডান হাত আর বাঁ হাত, দেখতে দেখতে ছিন্ন হয়ে গেল। ভুল বুঝে আক্রমনের নির্দ্দেশ দেওয়াই অন্যায় হয়েছিল তার। কিন্তু ভুল যখন বুঝতে পারলেন শুধরাবার সময় ছিল না আর। ভুল বুঝতে পেরে দারা আবার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে চাইলেন—কিন্তু গোলন্দাজ আর মিলল না। আক্রমনের ইঙ্গিত পেয়ে তারা ভিড়ের মধ্যে ছুটে গিয়েছিল লুণ্ঠনের আশায়। সুতরাং শূন্য কামান সব পড়ে ছিল, লোক ছিল না একটিও। চিৎকার করে দারার বাহিনী আক্রমণ করল ঔরংজীবকে। ঔরংজীবের কামান এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল—এবার গর্জ্জে উঠল তারা। কিন্তু কামানের মুখ এড়িয়ে দারা দক্ষিণ দিক দিয়ে আক্রমণ করলেন ঔরংজীবকে। এতটা ভীত হলেন ঔরংজীব যে, এমন কি দেহ রক্ষীদেরও পাঠিয়ে দিলেন দারার গতিরোধ করবার জন্য। সেই মুহূর্ত্তে দারা যদি চলে আসতে পারতেন ঔরংজীবের কাছে, জয়লাভ সুনিশ্চিত ছিল ; কিন্তু রণক্লান্ত দারার সৈন্যেরা প্রয়োজন মত এগুতে পারল না। সোনার মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়ে গেল তাদের।

ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল দারার সৈন্যবল, আর সমুদ্রের মত ঔরংজীবের বাহিনী ঘিরে ধরল তাকে। ঔরংজীবের কামান অফুরন্ত অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল দারার উপর। বাধ্য হয়ে তিনি নেমে পড়লেন হাতির পিঠ থেকে—আর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যও নির্দিষ্ট হয়ে গেল তার। নেতৃবিহীন হাওদা স্পষ্ট ঘোষণা করল—দারা পরাজিত।

অসহায়ের মত দারা শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন একা। তার দুচোখে জল গড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ তীব্রবেগে কে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল তার পাশে! দারার অশ্ববল্গা ধরে ফিরিয়ে দিল তার মুখ। এই সঙ্কেতের জন্যই যেন অপেক্ষা করে ছিল দারার অশ্ব। মুহূর্ত্তে তীব্র গতিতে ছুটে চলল সে আগ্রার পথে।

ক্লান্ত দারা অনেক দূর আর চলতে পারলেন না। এক গাছের

ছায়ায় এসে নামলেন তিনি। তার পাশে আসছিল শিপার, সেও নামল। আর থামল এক অদ্ভুত প্রহেলিকা, অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে।

"শাহজাদা বিশ্রামের অবসর নেই। শত্রুরা এসে পড়বে এক্ষুনি, আগ্রার পথে এগিয়ে চলুন।" বলল সে।

দারা তার মুখের দিকে তাকালেন—"কে তুমি? আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এখানে নিয়ে এলে কেন?"

সহজ সরল উত্তর দিল মেয়েটি—"আমার কর্ত্তব্য।"

আশ্চর্য্য হলেন দারা—"কর্ত্তব্য! কে তুমি? আমি তো কোন দিন তোমার জন্য কিছু করেছি বলে মনে পড়ে না।"

"শাহজাদা—কর্ত্তব্য কি শুধু প্রতিদানেই হয়? মানুষের সেবা করাই মানুষের কর্ত্তব্য। আমি তাই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি।"

"যুদ্ধে কেন তুমি আমায় মরতে দিলে না?"

"কি লাভ মরে?"

"বেঁচে থেকেই আমার কি লাভ বল?"

"কেন লাভ নেই? অনেক লাভ আছে।"

"না আমি বাঁচতে চাই না" দারা জানালেন।

অনুনয় করল মেয়েটি দারাকে—"শাহজাদা শুধু আপনার জন্য নয়, আপনার হারেমের রমণীদের স্মরণ করুন। তাদের জন্য আপনার বাঁচা প্রয়োজন।"

মুহূর্ত্তে নাদিরাবানু বেগমের কথা মনে পড়ে যায় দারার।

নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে, তিনি মেয়েটির মুখের দিকে। আবার বলে মেয়েটি—"আর দেরী করবেন না শাহাজাদা। উঠুন। শত্রুরা আসবার আগে আপনাকে আগ্রা যেতে হবে।"

মন্ত্র মুগ্ধের মত উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঘোড়ায় চাপেন দারা। দিল্লীর দিকে চলতে আরম্ভ করে ঘোড়া। মুখ ফিরিয়ে বল্লেন দারা—"তুমি যাবে না?"

"আপনি এগিয়ে চলুন শাহজাদা। আমি আপনার পাশে পাশে আছি।"

এগিয়ে চললেন দারা আগ্রার পথে। অনেকটা এগিয়ে তাঁর মনে পড়ল—নামটা তো জানা হোল না মেয়েটির! চিৎকার করে ডাকলেন তিনি—"তোমার নাম কি? প্রয়োজন হলে কোথায় খুঁজব তোমাকে?"

"খুঁজতে হবে না। আমি পাশেই থাকব শাহজাদার।"

"তোমার নাম?"

"সরস্বতী বাঈ"

হাওয়ায় বুঝি আগ্রা পর্য্যন্ত কেঁপে গেল সে নাম।

পনের

দারা পালালেন আগ্রার পথে, তারপর নিশুতি রাতের অন্ধকারে সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন দিল্লীতে। নতুন করে ঔরংজীবকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি।

এদিকে সামুগড়ের যুদ্ধে জয়লাভ করে ঔরংজীব নামলেন মাটীতে। কৃতজ্ঞতা জানালেন আল্লাহকে। ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন মুরাদ। বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে ঔরংজীব। নিজের জিব দিয়ে শুষে নিলেন মুরাদের ক্ষত থেকে তুষিত রক্ত। বললেন তিনি: "তোমার বীরত্বেই এ যুদ্ধে আমার জয় লাভ হয়েছে মুরাদ। তোমার রক্তপাত ব্যার্থ নয়। দিল্লী-সিংহাসন তোমার।"

আহত মুরাদ শিবিরে ফিরে এলেন।

ততক্ষণ ফিরে এসেছিল সরস্বতী আগ্রার পথ থেকে।

স্থির দৃষ্টিতে মুরাদের রক্তাক্ত দেহটির দিকে একবার তাকাল সে।

স্নিগ্ধ একটু হাসি ফুটে উঠল মুরাদের মুখে।

জিজ্ঞাসা করল সরস্বতী: "কষ্ট হচ্ছে খুব শাহাজাদার?"

"সব কষ্ট আমার এখন চলে গেছে সরস্বতী।" বললেন মুরাদ। ইসারা করলেন সরস্বতীকে: "তুমি এস, আমার পাশে বস।" পাশে বসল সরস্বতী।

নিজের কোমল হাত দুটি দিয়ে মুরাদের ক্ষতস্থান মুছে দিতে লাগল সরস্বতী।

"আঃ" গভীর তৃপ্তির শব্দ করলেন মুরাদ।

বললেন তিনি "সরস্বতী তোমার হাতে যেন বেহেস্তের অমৃত মাখান।"

তার গভীর দুটি কালো চোখ নিয়ে, সরস্বতী শুধু মুরাদের চোখের দিকে তাকাল।

মুরাদ বললেন: আমার ভয় হচ্ছিল—আর বুঝি তোমাকে কখনো দেখতে পাব না।"

"কেন শাহজাদা?"

"মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে ফিরে আসবার আশা তো করা যায় না। মনে হয়েছিল এক একবার, তোমায় যদি পাশে নিয়ে আসতুম।"

"আমি শাহজাদার পাশে পাশেই ছিলুম।"

"আমার পাশে?" আশ্চর্য হলেন মুরাদ।

"হাঁ।"

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন তিনি "কেন এই মৃত্যুর মধ্যে তুমি গিয়েছিলে সরস্বতী?"

"আপনার জন্য।"

"আমার জন্য তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে কেন গেলে। অন্যায় করেছ তুমি।"

"অন্যায় যদি হয়ে থাকে ক্ষমা করুন।"

"না, সে কথা নয় সরস্বতী। কিন্তু মেয়েদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্র নিশ্চিন্ত স্থান নয়।"

"বিপদ জেনেই আমি গিয়েছি শাহজাদা। বিপদকে আমি ভয় করিনি কোন দিন। আপনার জন্যই কি আমি এক দিন মন্দাসোরের পথে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও আপনার সাহায্য করিনি?"

"তোমার ঋণ আমার অনেক। তুমিই যে আমার ঋণ। সে ঋণ শোধ করতে আমার সারাটা জীবন কেটে যাবে।" বললেন মুরাদ।

"বিনয় দেখাবার প্রয়োজন নেই শাহজাদার। আপনি এখন অসুস্থ—বিশ্রাম করুন। আমি আপনার ঘাগুলো মুছে দিচ্ছি।"

সতৃপ্ত একটা দৃষ্টি সরস্বতীর সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিয়ে, চোখের দুটি পাতা বুজিয়ে নিলেন মুরাদ।

হঠাৎ বাঁদী এসে ঢুকল কক্ষে—

"শাহজাদা, দিলীর খাঁ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

চোখ মেলে চাইলেন মুরাদ: 'নিয়ে এস তাকে।'

'না' বলল সরস্বতী।

"কেন?"

"আমি বলছি শাহজাদা—আপনি এখন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না।"

"কিন্তু প্রয়োজনীয়" কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মুরাদ।

"বিশ্রামের চেয়ে বড় প্রয়োজন আর এখন নেই আপনার।" বলল সরস্বতী।

বাঁদীর দিকে ফিরে তাঁকিলে বলল সে: দিলীর খাঁকে কাল দেখা করতে বোল।"

বাঁদী তাকাল মুরাদের দিকে।

"যাও। কাল দেখা করতে বোল তাকে।"

কুর্ণীস জানিয়ে চলে গেল বাঁদী।

"আপনি এবার ঘুমোন শাহজাদা" বলল সরস্বতী।

দুটো চোখ নিমিলিত করবার চেষ্টা করলেন মুরাদ। আবার এল বাঁদী।

"কি চাই তোমার?" একটু কর্তৃত্বের সুরে বলল তাকে সরস্বতী।

"শাহজাদা ঔরংজীব কুশল জেনে পাঠিয়েছেন"

"জানিয়ে দাও উনি অসুস্থ।"

"চিঠি আছে বেগম সাহেবা।" ঔরংজীবের পত্র বের করে বাড়িয়ে ধরল বাঁদী।

'বেগম সাহেবা!' একটু মনে মনে হাসল বোধ হয় সরস্বতী।

তার পর হাত বাড়াল: "কৈ? দাও।"

পত্র নিল সরস্বতী—"ঔরংজীবের পত্রবাহককে অপেক্ষা করতে বল।"

নত হয়ে কুর্ণীস করে চলে গেল বাঁদী।

পত্র খুল্‌ল সরস্বতী। মুরাদ এবং সরস্বতী উভয়কে পত্র দিয়েছেন ঔরংজীব। মুরাদকে লিখেছেন:

পাদিশা জী—

শিবিরে এসে অবধি আমার শান্তি নেই। তোমার মুখে আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। আল্লার কাছে প্রর্থনা করছি, শীগ্‌গীর সুস্থ হয়ে ওঠ তুমি। কাফেরের শিবির লুণ্ঠন করে তোমার প্রাপ্য আমি পাঠিয়ে দিলুম। সুস্থ হয়ে ওঠে তোমার প্রয়োজন আমাকে জানাবে। যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাব আমি।

ইতি

হজরতজী।

দ্বিতীয় পত্র লিখেছেন সরস্বতীকে—

দ্বিতীয় বেগম:

মুরাদ আমার স্নেহের পাত্র। তার জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত। আমি তোমার হাতে তাকে তুলে দিচ্ছি। দেখো, যত্নের যেন তার ত্রুটি না হয়। আর মুরাদ সুস্থ হয়ে উঠলে, আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেও। নিজেকে বড় একা মনে হচ্ছে।

ইতি

ঔরংজীব দেখা করতে বলেছেন, নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে। বিনা প্রয়োজনে কারো সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করেন না ঔরংজীব। কি প্রয়োজন তার? আপন মনে ভাবল একটু সরস্বতী।

"মুরাদ জিজ্ঞেস করলেন : কি লিখেছেন তোমায় হজরতজী ?"

"শাহজাদার প্রতি যা'তে আমার যত্নের ত্রুটি না হয়—সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন।"

একটু হাসল মুরাদ : "সত্যি ঔরংজীব আমাকে স্নেহ করে সরস্বতী।"

একটু তার দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হাসল সরস্বতী :

"আপনি এখন ঘুমোন শাহজাদা"

সরস্বতীর হাতদুটো নিজের বুকের মধ্যে রাখলেন মুরাদ। তার পর ক্লান্তি জড়ান চোখ দুটি ধীরে ধীরে নামিয়ে নিলেন তিনি।

তন্দ্রা ধীরে ধীরে গাঢ় ঘুমে পরিণত হোল। নিস্পলক দৃষ্টিতে মুরাদকে তাকিয়ে দেখছিল সরস্বতী। মনে হোল তার—সমুদ্র যেন এতক্ষণ ঝড়ে বিক্ষুব্ধ ছিল। এবার সে শান্ত হয়ে এল। ধীরে ধীরে মুরাদের মুখের খুব কাছে ঝুঁকে পড়ল সরস্বতী—আর খুব আদর করে নরম কয়েকটি চুমো এঁকে দিল তার প্রশস্ত ললাটে।

ষোল

গভীর হয়ে এল রাত। অন্ধকার ঘন হয়ে এল। ওপারে ঔরংজীবের শিবিরে মিটির মিটির করে আলো জ্বলছে নক্ষত্রের সঙ্কেতের মত। মুরাদের শিবির থেকে ধীরে ধীরে কে বেরিয়ে এল। তার পর কালো একটা ছায়া এগিয়ে গেল ঔরংজীবের শিবিরের দিকে। নিবিষ্ট মনে ঔরংজীব কি যেন ভাবছিলেন উর্দ্ধে তাকিয়ে। তার মুখে গভীর চিন্তার রেখা। হঠাৎ পেছনে কিসের শব্দ পেয়ে চমকে উঠলেন তিনি। তৎক্ষনাৎ অস্ত্র ধরে ফিরে দাঁড়ালেন ঃ

"কে?"

বোরখাটী খুলে ফেলল সরস্বতী—

"দ্বিতীয় বেগম!" ঔরংজীব অস্ত্র নামালেন।

"আপনি আমায় তলব করেছেন শাহজাদা?"

"এস দ্বিতীয় বেগম। তোমার সঙ্গে আমার অনেক প্রয়োজন" বললেন ঔরংজীব।

পালঙ্কের এক ধারে বসল সরস্বতী—আর এক ধারে ঔরংজীব। শাহজাদা কথা পাড়লেন—

"যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সৈন্যরা রহস্যময়ী একটি মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।"

একটু কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সরস্বতী ঔরংজীবের দিকে ঃ

"সত্যি?"

"হাঁ। আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি।"

"সামান্য একজন মেয়েছেলে, তাকে দেখে শাহজাদার এত ভয়?"

"সামান্য সে নয় দ্বিতীয় বেগম।"

"সে যে অসামান্যা, কি করে জানতে পারলেন তা' আপনি?"

ঔরংজীব বললেন—"সে অসামান্যা এ কথা ঠিক। কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা আজো বুঝে উঠতে পারিনি।"

"যেমন?" প্রশ্ন করল সরস্বতী।

"কি সে চায়, বুঝে উঠতে পারছি না। মন্দাসোরে একদিন সেই মেয়েটিই মুরাদকে রক্ষা করেছিল যশোবন্ত সিংহের হাত থেকে। আবার ধর্‌মাতের প্রান্তরে সেই মেয়েটিই যশোবন্ত সিংহকে নিশ্চিন্তে যোধপুরের দিকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আজ সে দারাকে সামুগড় থেকে আগ্রার পথে এগিয়ে দিয়েছে।"

"তাহলে দেখা যাচ্ছে—শত্রু মিত্র ভেদ নেই মেয়েটির।"

"না।"

"প্রহেলিকা বলতেই হবে।" বলল সরস্বতী।

"তা ঠিক। কিন্তু কেন?"

"সে মেয়েটির কাছে—সেবাই ধর্ম। আর্তের সেবা করতে চায় মেয়েটি। আজ দারাকে সাহায্য করেছে, কাল ঔরংজীবের বিপদ হলে—তার পাশেও দাঁড়াবে এসে সে।"

"তুমি কি চেন তাকে?"

"চিনি।"

"কে সে?"

"মোঘল হিতৈষিণী।"

"নামকি তার?"

"নাম জানতে চাইবেন না শাহজাদা। জানলেও বলবো না আমি। নারীত্বই তার পরিচয়।"

একটু কটাক্ষ করে ঔরংজীব বললেন—

"শিল্পই তার পরিচয় হওয়া উচিৎ।"

"জীবনের দিকে যে করুণার দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, সেও শিল্পী শাহজাদা।"

ঔরংজীব দেখলেন, কথায় সরস্বতীকে পরাজিত করা তার সম্ভব

নয়। আঁচ করতে পারলেও রহস্য ভেদ করা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সরস্বতীকে তার প্রয়োজন, তাই স্তুতি করলেন :

"থাক ওকথা দ্বিতীয় বেগম। এবার যার জন্য তোমায় ডাকা—সে কথা বলা যাক—। আমি বিপদে পড়েছি।"

"বিপদের রূপটি জানতে পারি কি ?" বলল সরস্বতী।

"নিশ্চয়ই। ঔরংজীব বললেন, কুচক্রীর চক্রান্তে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ ঘটবার উপক্রম হয়েছে।"

"যেমন ?"

"দিলীর খাঁ অভিযোগ করেছে—সামুগড় যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ন্যায্য পরিমাণ আমি মুরাদকে দিইনি। এমন হলে ভ্রাতৃবিদ্বেষ অনিবার্য্য। আশা করি ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি যাতে নষ্ট না হয়—তুমি তার চেষ্টা করবে।—"

"আমি যথাসাধ্য করব শাহজাদা। আপনিও দেখবেন, প্রাপ্য জিনিষ থেকে মুরাদ যেন বঞ্চিত না হন।"

ঔরংজীব বললেন—"দ্বিতীয় বেগম, তুমি আমার এবং হীরার উভয়েরই প্রিয়পাত্র। আর মুরাদ তোমার প্রিয়। মুরাদের কল্যাণ কামনা আমি সব সময়ই করব।"

"আমিও শাহজাদার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারে এতটুকু কুণ্ঠিত হব না" বলল সরস্বতী। তারপর একটু ব্যস্ত ভাবেই উঠে দাঁড়াল—"এবার তাহলে আমি আসতে পারি ?"

"এস দ্বিতীয় বেগম। ভুলোনা আমাকে।"

ঔরংজীবের দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল সরস্বতী। তার পর অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হোল।

"একটু দাঁড়াও" হঠাৎ ডাকলেন ঔরংজীব।

দাঁড়াল সরস্বতী।

নিজের হাত থেকে অঙ্গুরী খুলে পরিয়ে দিলেন সরস্বতীর হাতে ঔরংজীব—"জৈনা চলে যাবার পর, জীবনের একটা দিকে আমি

শূন্য হয়ে আছি দ্বিতীয় বেগম। দ্বিতীয় জৈনা পৃথিবীতে সম্ভব নয়। কিন্তু আজ সামুগড় থেকে ফিরে এসে যখন জৈনার তস্‌বীরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম—হঠাৎ আমার মনে হোল—জৈনা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সে যেন কথা বলতে চায়। আশ্চর্য হয়ে ভাবলুম আমি, এর অর্থ কি? ধীরে ধীরে আমার মনে হতে থাকল এ আমারই হৃদয়ের প্রতিফলন। জৈনাকে আমি বাঁচিয়ে তুলেছি। জৈনার দেহ চলে গেলেও—জৈনার জীবন্ত উত্তরাধিকার রয়ে গেছে এখনো। সে তুমি। তুমি আমার মনের মধ্যে জৈনার কল্পনা হয়ে আছ। মনে হোল, তুমিতো জৈনারই সৃষ্টি। তোমার উপর অধিকার আছে আমারও। তোমার উপর মুরাদের অধিকার থাকলেও আমার দাবীও অসঙ্গত নয়। জৈনার সৃষ্টিতে আমার অধিকার আছে। আশা করি সে অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে না তুমি?"

সমস্ত চেতনা যেন মুহূর্ত্তে আলোড়িত হয়ে উঠল সরস্বতীর। ঔরংজীবের মধ্যে এ কিসের আহ্বান? তাকাল তাঁর চোখের দিকে সরস্বতী,—ঔরংজীবের মধ্যে মোঘলের ছায়া; সেখানে প্রেম এবং শিল্প এক হয়ে গেছে।

"আমি তোমাকে ভালবাসি" বললেন ঔরংজীব।

আবার হৃদয় আন্দোলিত হয়ে উঠল সরস্বতীর—"আমাকে বিচার করতে দিন শাহজাদা" বলে ধীরে বেরিয়ে এল সে।

এক মুহূর্ত্ত হৃদয়টা কেঁপে উঠল সরস্বতীর। শরীরটা কাঁপতে লাগল যেন তার। একি! এ দুর্ব্বলতা তার কেন? না। নিজেকে সুস্থ করবে সরস্বতী: দ্রুত চলতে লাগল সে।

সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন ঔরংজীব। দু'চোখ ভরে কার স্মৃতি নেমে এল তার?

সতের

পয়লা জুন, ঔরংজীব আর মুরাদ দারাকে অনুসরণ করে আগ্রায় এসে উপস্থিত হলেন। তৎক্ষণাৎ শহরে প্রবেশ করলেন না ঔরংজীব, আগ্রার প্রান্তে নুরমন্‌জিল বাগিচায় শিবির গড়লেন।

দারা তার বহু আগেই চলে গিয়েছিলেন দিল্লী। বাধা দেবার কেউ নেই তাকে! বৃদ্ধ সম্রাট শাজাহান, তিনি তখন আগ্রাদুর্গে। অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র ঐ আগ্রা দুর্গ। ঔরংজীব লুব্ধ কল্পনায় ভাবতে লাগলেন তার কথা। আগ্রা দুর্গের ঐশ্বর্য্য হস্তগত না করে, দিল্লীর পথে এগুন উচিৎ নয়, ভাবলেন ঔরংজীব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে সম্রাটের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে, কেমন যেন একটু শঙ্কিত হলেন তিনি।

তখনো অনেক হৃদয়ে শাজাহান শ্রদ্ধার আসনে বসে আছেন। শাজাহানকে আক্রমন করলে অসন্তুষ্টি দেখা দিতে পারে ওম্‌রাহদের মনে। সুতরাং ঔরংজীব কুট নীতির সাহায্যে প্রথম ওম্‌রাহদের স্বপক্ষে টানবার চেষ্টা করলেন। ঐশ্বর্য্য আর জায়গীর বিলিয়ে, দল ভারি করতে লাগলেন তিনি। অপর পক্ষে শাজাহানও আবেদন করলেন তাদের সহানুভূতির কাছে। জিতলেন কিন্তু ঔরংজীব। হৃত-গৌরব শাজাহানের পক্ষে যোগদান করবার সাহস করল না অনেকেই। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবে পুত্রেরই কাছে আবেদন করতে হোল বৃদ্ধ সম্রাটকে শেষ পর্যন্ত।

ফাজিল খান আর কাজি হেদায়েতুল্লাকে পাঠালেন সম্রাট, ঔরংজীবের কাছে। প্রস্তাব পাঠালেন,—গৃহযুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য।

ঔরংজীবের সিংহাসনের দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত শাজাহান, ঔরংজীব ক্ষমা করুক আর আর ভাইদের।

কিন্তু বিজয়কে আয়ত্বের মধ্যে এনে, আবেগের স্রোতে তাকে আর দূরে ঠেলে দিতে চাইলেন না ঔরংজীব। বলে পাঠালেন—আগ্রা দুর্গে না গিয়ে, ফিরে আসা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

আবার দৌত্য পাঠালেন শাজাহান—অন্তত একবার এসে ঔরংজীব দেখা করুক পিতার সঙ্গে।

ঔরংজীব জানিয়ে দিলেন—দুর্গ দ্বার খুলে দেওয়া হোলে, তিনি নিজে গিয়ে দেখা করবেন পিতার সঙ্গে।

দুর্গদ্বার খুললেন না শাজাহান। ফলে দুর্গ অবরোধ করতে বাধ্য হলেন ঔরংজীব। কিন্তু দেখলেন আগ্রাদুর্গকে অবরোধ করে অধিকার করা সম্ভব নয়। আবার মুহূর্ত্ত নষ্ট করবার সময় নেই তার। সুতরাং অস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে, অন্যভাবে দুর্গে আঘাত হানলেন। দুর্গে জলের অভাব। একমাত্র জল নেবার স্থান খিজিরগেট। যমুনার দিকে সেই পথ বন্ধ করে দিলেন ঔরংজীব।

শক্তির কাছে নয়, তৃষ্ণার কাছে আত্মসমর্পন করলেন শাজাহান।

আটই জুন, শাজাহান দুর্গদ্বার খুলে দিলেন। দেখতে দেখতে দুর্গের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য হস্তগত হোল ঔরংজীবের। সিংহাসনের প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলেন মুরাদ। ঔরংজীবের দুর্গ অধিকার চুর্ণ, বিচুর্ণ করে দিল তার সমস্ত স্বপ্নকে।

দিলীর খাঁ পরামর্শ দিলেন মুরাদকে—

"নিশ্চেষ্ট হয়ে আর বসে থাকবেন না শাহজাদা"

সরল বিশ্বাসে হজরতজীর উপর নির্ভর করে বসে ছিলেন মুরাদ, বললেন ঃ কেন ?

"ঔরংজীব নিশ্চিন্তরূপে সিংহাসনের দিকে লক্ষ্য করেছেন।"

"প্রমাণ ?"

"প্রমাণ তার ব্যবহার। আত্মসমর্থনের জন্য তিনি অভিজাত মুসলমানদের ওম্‌রাহ পদে উন্নীত করছেন। তিনি নিজের ইচ্ছা

অনুযায়ী সমস্ত কিছু পরিচালিত করছেন। সিংহাসন যদি আপনাকেই দেবার তার ইচ্ছে থাকত, তবে—আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে ঔরংজীব এককভাবে এসব করতেন না। এতদিন তিনি আপনাকে ভুলিয়ে রেখেছেন।"

মুরাদ যুদ্ধ করতে পারেন, মুরাদ রক্তপাত করতে পারেন, কিন্তু তিনি ভাবতে পারেন না। বললেন: "কি করব আমি বলুন? "ঔরংজীবকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে—সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আপনিও।"

"বেশ বলুন কি করতে হবে?"

"আপনিও 'পদ' বিলি করুন, জায়গীর দিন। সৈন্য সংগ্রহ করুন। পিতা বর্ত্তমানে ঔরংজীবের পক্ষেই যদি বাদশার ন্যায় ব্যবহার সম্ভব হয়, আপনারই বা হবে না কেন?"

ব্যথা পেলেন মুরাদ দিলীর খানের কথায়। তাহলে হজরতজীর মিষ্টি কথা সবই মুরাদকে ভুলাবার ছল মাত্র! এক মুহূর্ত্তে ভাবলেন তিনি। হঠাৎ উত্তর দিতে পারলেন না। দিলীর খাঁ বললেন: "ভাববার আর সময় নেই শাহজাদা। আগ্রার বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন ঔরংজীব। এক্ষনে তার বিরুদ্ধে নিজের শক্তি বৃদ্ধি না করলে, সুযোগ হারাতে হবে আপনাকে।"

"বেশ তাই হবে" দিলীর খাঁর কথায় সায় দিলেন মুরাদ। মুরাদ বাদশার ন্যায় ব্যবহার করলেন। ওম্‌রাহদের ডাকলেন। জায়গীর দিলেন; পুরস্কার দিলেন। দেখতে দেখতে বিশহাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গঠন করলেন।

সংবাদ পেয়ে বিচলিত হলেন ঔরংজীব। দারা তখন দিল্লীতে সৈন্যসংগ্রহ করছেন। সংবাদ এসেছে, বাংলাতে সুজা প্রথম বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে, নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে আগ্রার দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। এই মুহূর্ত্তে মুরাদ যদি পেছনে শত্রুতা করে বসেন, তবে তা' হবে ভয়ানক বিপজ্জনক।

খুব স্নেহ করে চিঠি লিখে মুরাদকে নিজের শিবিরে ডেকে পাঠালেন ঔরংজীব।

দিলীর খাঁর পরামর্শে মুরাদ কিন্তু ভুললেন না সে চিঠিতে। এড়িয়ে চলতে লাগলেন ঔরংজীবকে।

ঔরংজীব দিল্লীর পথে এগুলেন দারার বিরুদ্ধে। মুরাদ তার পেছনে শিবির গড়লেন। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল ঔরংজীবের মুখে। শেষ পর্যন্ত সরস্বতীকে স্মরণ করলেন তিনি ঃ

দ্বিতীয় বেগম—

কথা দিয়েছিলে, তুমি প্রয়োজনের সময় আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। আজ ভয়ানক অসুবিধায় পড়েছি আমি। কুচক্রীর পরামর্শে মুরাদ আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। তা যদি হয় আমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে যদি তোমার দেখা পাই, উপকৃত হোব। মনে রেখ তুমি মুরাদকে হৃদয় দিলেও—আমিও তোমাকে আমার মনোপ্রাণ দিয়েছি। তুমি জৈনার সৃষ্টি—সুতরাং অধিকার আমারও।

ইতি—

চিঠি চলে গেল সরস্বতীর কাছে।

আঠারো

নিজের শয়ন শিবিরে বসে ভাবছিল সরস্বতী। ভাবেনি এর আগে সে কোন দিন এমন ভাবে। সামুগড়ের যুদ্ধের রাত্রি তার মধ্যে ঝড় এনেছে। প্রেমের যে ব্যাখ্যার উপর এতদিন সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা' বুঝি আর টিকল না। শুধু অনুভূতি নয়, শুধু আবেগ নয়, বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিও হৃদয়ের একটা আকর্ষণ রয়েছে। হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্ক', শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিরও প্রয়োজন আছে, সার্থক প্রেমিক হতে গেলে।

ঔরংজীব প্রদীপ্ত বুদ্ধির অধিকারী। ঔরংজীব কথা রচনার সম্রাট। কথাটাও একটা শিল্প। সরস্বতীর সঙ্গে এখানে ঔরংজীবের সাদৃশ্য আছে। আবেগ সমুদ্র, কথা ঢেউ। দুইয়ের সংমিশ্রন না হলে প্রেম শিল্পের পরিণতি পায় না। সরস্বতী শিল্পী. শিল্পই তার পরিচয়। সুতরাং—

অনেক কথা পরস্পর ভিড় করে তার মনের মধ্যে আন্দোলন করছে আজ।

মুরাদের অকৃত্রিম অনুরাগ স্থির সমুদ্রের মত। সরস্বতী সেখানে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। তার শিল্প সত্ত্বা হারিয়ে যাচ্ছে যেন। তার দেহে তো নৃত্যের ছন্দ মঞ্জুরীত করতে পারে না মুরাদ। স্থির ব্যাপ্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চায় সে। আর ঔরংজীব? ঔরংজীব যেন বসন্তের হাওয়া—ফুলভারে নত শাখাকে হাওয়ায় দোলায় সে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, ঔরংজীবের মধ্যেও প্রেমের একটি দিক রয়েছে।

ঔরংজীব লিখেছন—জৈনার সৃষ্টি হিসেবে সরস্বতীর উপর দাবী আছে তার। আছে কি? কে জানে! আর ভাবতে পারে না

সরস্বতী। তার হৃদয়টা কেমন যেন মুচড়িয়ে উঠে। চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায় সরস্বতী।

বাঁদী এসে সালাম করে তাকে ঃ

"চিঠি আছে।"

"চিঠি?" চমকে উঠে সে।

"হাঁ, চিঠি।" হাত বাড়িয়ে তার সামনে পত্রটি রাখে বাঁদী, তার পর নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

চিঠি খুলে সরস্বতী। ঔরংজীবের চিঠি। বুকটা কেঁপে উঠে।··· একি হোল তার? তাহলে কি ঔরঙ্গবাদ থেকেই এ বৃক্ষের বীজ সে রোপন করেছে? ঔরংবাদ থেকে আগ্রাতে, দীর্ঘ দিন সে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে রূপ নিতে চায় আজ।

চিঠি খুলল সরস্বতী ঃ

দ্বিতীয় বেগম....। সবটা পড়ে ফেলল সরস্বতী।

তারপর গভীরভাবে ভাবতে লাগল সে। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। ঔরংজীব তার সাহায্য চান। কি সাহায্য করতে পারে সরস্বতী? সেত সামান্য নর্ত্তকী মাত্র। ঔরংজীব লিখছেন—দুই ভাইয়ের মধ্যে সেতু সে।

সত্যি কি? দুই ভাই নয়—প্রেমের দুটো অসমাপ্ত রূপের মধ্যে সেতু সে। মুরাদও তার, ঔরংজীবও তার। দুইয়ের মধ্যে আজ আর আর পার্থক্য নেই।

ঔরংজীব লিখেছেন—মুরাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার জন্য। সরস্বতীকে সামনে রেখেই তারা দুই ভাই আবার প্রীতির সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে চান। মুরাদ তার প্রস্তাব গ্রহণ করছেন না। সরস্বতী যেন তাকে সাক্ষাতে রাজী করায়। আরো লিখেছেন, যদি সময় হয়, তবে যেন একবার দেখা করে সরস্বতী। দেখা? না। দেখা করা সম্ভব নয় তার এখন। বুকটা তার বেশী দুলছে। মনটা বড় বেশী আন্দোলিত হচ্ছে। এই মুহূর্ত্তে ঔরংজীবের সঙ্গে সে

দেখা করতে পারবে না। সুতরাং চিঠি লিখতে বসল সরস্বতী :

শাহজাদা

বাঁদীর ধৃষ্টতা মাপ করবেন। মানসিক বড় অসুস্থ আমি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। তবে আপনার প্রতিটি কথা রাখবার চেষ্টা করব আমি। ছ'ভাইয়ের সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে, আমি তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।

ইতি।

বাঁদীকে ডাকল সে। বাঁদী এসে নত হয়ে দাঁড়াল—

"হুকুম করুন।"

"চিঠিটা শাহজাদা ঔরংজীবের শিবিরে পৌঁছে দাও।"

চিঠি নিয়ে চলে গেল বাঁদী। আবার নিজের মনে ভাবতে লাগল সরস্বতী। আকাশ পাতাল কতকিছু ভাবছে সে আজ। তাপ্তী নদী, ঔরঙ্গবাদ, গুজরাট, কতকিছু। হঠাৎ তার চিন্তার সূত্র ছিড়ে গেল। মুরাদ আসলেন সেখানে :

"সরস্বতী"

"আদেশ করুন শাহজাদা।"

এগিয়ে এসে সরস্বতীর চিবুক স্পর্শ করে মুরাদ বললেন :

"আদেশের পাত্রী তুমি নও। তুমিই আদেশ করবে আমাকে।"

"এত সৌভাগ্য হবে সামান্য নর্তকীর ?"

"তোমাকে তো আমি সামান্য রাখিনি—অসামান্যা করেছি মনের সিংহাসন দিয়ে।"

"শাহজাদার অশেষ অনুরাগ।"

মুরাদ লক্ষ্য করে দেখল, সরস্বতীর মুখে আজ একটু বিষাদের ছায়া।

"তোমার কি হয়েছে আজ সরস্বতী ?"

"কৈ, কিছু নয় তো।"

"অস্বীকার করলে তো হবে না। আমি যে বুঝতে পারছি।'

"শাহজাদা, আপনি বললেন আমি আপনার হৃদয়ের সিংহাসন পেয়েছি। ভাবছি, সত্যি কি তাই?"

"বল কি প্রমাণ তুমি তার চাও?"

"ব্যক্তিগত ভাবে প্রমাণে আমার কিছু প্রয়োজন নেই শাহজাদা।"

"তবে?"

"আপনাদের ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি নষ্ট হতে চলেছে, বড় ভয় হয়।"

মুরাদ সব বুঝলেন, তারপর বললেন—

"ঔরংজীব তার কথা রাখেনি সরস্বতী।"

"হয়তো বিশেষ প্রয়োজনে তিনি কথা রাখতে পারেন নি।"

"এটা ঔরংজীবের ইচ্ছাকৃত।"

"কিন্তু ঔরংজীবতো আপনার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত মিমাংসা করে নিতে চান!"

"ওটা ঔরংজীবের কৌশল মাত্র। ঔরংজীব চান আমাকে বন্দী করতে।"

"এটা কি শাহজাদার স্থির বিশ্বাস?"

"আমার বিশ্বাস কি ভুল?"

"তা জানি না শাহজাদা—। আমি শুধু ভয় পাই সম্প্রীতি যদি নষ্ট হয়।" একটু বিষণ্ণ হোল সরস্বতী।

মুরাদ বললেন, "তুমি কি চাও বুঝতে পেরেছি সরস্বতী। আমি ঔরংজীবের সঙ্গে দেখা করব। তুমি সন্তুষ্ট হবে?"

"শাহজাদা, ভাইয়ে ভাইয়ে প্রীতি ফিরে এলে, আমার চেয়ে সুখী হবে না কেউ।"

কথার মধ্যে বাঁদী এসে সালাম করে দাঁড়াল:

"দিলীর খাঁর চিঠি শাহজাদা।"

"দাও।"

খুলে পড়লেন মুরাদ। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ—

"জান সরস্বতী, হজরতজী আমাকে আড়াইশো ঘোড়া, আর বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন, সৈন্য বাহিনীকে প্রস্তুত করবার জন্য।"

সরস্বতীও যেন আনন্দ ভাগ করে নিয়েছিল তার। মুরাদের দিকে তাকিয়েছিল সে স্মিত হাস্যে। বলেছিলেন মুরাদঃ "হজরতজীকে আমি ভুল বুঝেছি সরস্বতী। আমি তোমার কথাই রাখব। দেখা করতে যাব হজরতজীর সঙ্গে।"

সরস্বতীর মুখমণ্ডল যেন আলোকিত হয়ে উঠল তা' শুনে। খুব ভালবেসে সে তাকাল মুরাদের দিকে।

আর কোন সন্দেহ রইল না মুরাদের। সরস্বতী তাকে আশ্বাস দিয়েছে। সরস্বতীর কথার মূল্য, জীবনের বিনিময়ে হলেও রাখতে হবে তাকে। সুতরাং নিশ্চিন্তে তিনি এগিয়ে গেলেন ঔরংজীবের শিবিরে।

দিলীর খাঁ বাধা দিলেন, হুসেন খাঁ মানা করলেন, কিন্তু কোন কথা কানে নিলেন না তিনি। দুই ভাইয়ের মধ্যে সেতু রচনা করবে সরস্বতী। সরস্বতীর মনে শান্তি দেবে মুরাদ।

ঔরংজীবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তিনি।

মুরাদের জন্যই যেন অপেক্ষা করে ছিলেন ঔরংজীব। শিবিরের কাছে তাকে দেখতে পেয়েই, এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন তিনি। বহু যত্ন করে তাকে শিবিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। অনুচরদের বসালেন বাইরে। আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে মুরাদকে বললেন ঔরংজীব—

"তুমিই হিন্দুস্থানের সম্রাট হবে ভাই।"

কি এক বিরাট কৃতজ্ঞতায় যেন নিতান্ত বিনীত হয়ে গেলেন মুরাদ। শুধু আধো জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি ঃ

'হজরতজী'।

আরো একটু প্রবল করে ঔরংজীব তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আবেগ কমে এলে, নিজে ধরে নিয়ে মুরাদকে বসালেন সিংহাসনে ঃ

"আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি পাদিশাজী।"

"তোমার অশেষ স্নেহ" বললেন মুরাদ।

বাদশাহী খানা এল মুরাদের জন্য। নিজ হাতে পরিবেশন করলেন ঔরংজীব, মাংস, পোলাও আর মদ। যত্নের আধিক্য যেন হতচকিত করে দিল মুরাদকে।

"আরো, আরো একটু মদ," জোড় করলেন ঔরংজীব—

"আজ আমার বড় আনন্দের দিন।"

হজরতজীর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না মুরাদ। আকণ্ঠ পান করলেন উগ্রসুরা পেয়ালা ভরে।

আর পারা যায় না। সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল তার। মুরাদ ধন্যবাদ জানালেন হজরতজীকে, তারপর উঠতে চাইলেন ঃ

"আসি এবার।"

"বিশ্রাম করে যাও" নিমন্ত্রণ করলেন ঔরংজীব।

বসলেন মুরাদ। ধীরে ধীরে চোখ দুটো যেন বুজে আসতে লাগল।

পাশেই পালঙ্ক প্রস্তুত, ঔরংজীব অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, ঘুমোও।

যেন বিরাট আকর্ষণ। মন্ত্রমুগ্ধের মতন সেই দিকে এগিয়ে গেলেন মুরাদ। ঔরংজীবের নির্দ্দেশে বাঁদী এসে তখন তার পায়ের কাছে বসল, আর গায়ে নরম হাত দুটো বুলিয়ে দিতে

লাগল। একবার তার উদ্ভিন্ন যৌবনের দিকে তাকিয়ে, স্তিমিত নেত্র দিয়েও কিছুটা লোভ ছড়িয়ে দিলেন মুরাদ, তার পর পাতা দুটো বুজে নিলেন। তন্দ্রা দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে পরিণত হল।

উনিশ

মুরাদ তাঁর কথা রেখেছেন। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি হবে।

গভীর আগ্রহ নিয়ে সরস্বতী বসে আছে নিজের শিবিরে। আজ তার নিবিড় তৃপ্তির আস্বাদ মনে প্রাণে। দু'ভাইয়ের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করেছে—সরস্বতীর মতন এক নগণ্য বাঈজি।

আপন অন্তরটাকে আজ যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না সরস্বতী। দুটি প্রবল আকর্ষণের মধ্যে পড়ে, সে যেন প্রবল স্রোতে ঘুর্ণীপাকের মত দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

গত কয়দিন তার দীর্ঘ দিনের বিশ্বাসকে ভ্রান্ত করে দেখার জন্য দৃঢ়চেষ্ট হয়েছেন যেন ঔরংজীব। বিচারের উর্দ্ধে অনুভূতিকেই সে প্রণয়জীবনে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিতে চেয়ে ছিল। কিন্তু ঔরংজীবের শিবির থেকে ফিরে আসা অবধি তার অন্তর মুচড়ে কে যেন এ কথাই বলতে চাইছে :

শুধু অনুভূতি নয়, বিচারেরও স্থান আছে প্রেমের মধ্যে। তীব্র বুদ্ধি আর চতুর কথা—সেও যেন একরকমের শিল্প। জ্বলন্ত দুটো উদ্দীপ্ত চোখ, আর সাজানো সুন্দর কথাগুলোর মধ্যে, কোথায় যেন শিল্পের স্থান রয়ে গেছে। আজ তাকে অস্বীকার করতে পারছে সরস্বতী, কিছুতেই নয়। কিন্তু সে যে হৃদয় দান করে বসে আছে। তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব কি?

না,—ভেবে এ সমস্যার সমাধান করা সরস্বতীর সম্ভব নয়। পারেওনি সে। তাই তো ব্যক্তিকে বিচার না করে, সমস্ত মোঘলের মধ্যে নিজের সত্বাকে হারিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে সরস্বতী। ঔরংজীব আর মুরাদ দুইই একাত্মরূপ লাভ করুক। নদী মিশুক

সাগরের সঙ্গে। তার মোহানায় সরস্বতী হারিয়ে ফেলবে নিজেকে।

মিলনের মহামূল্য সম্ভাবনার জন্য তাই তো সে বিচার করতে রাজি হয়নি কিছু। মুরাদকে পাঠিয়েছে ঔরংজীবের শিবিরে। কিন্তু হঠাৎ এ কি? মুরাদের শিবিরে গোলমাল কিসের? হারেমে চিৎকার উঠল কেন? তবে কি?....চমকে উঠে দাঁড়াল সরস্বতী। বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হোল সে। এমন সময় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসল বাঁদী—

"সর্ব্বনাশ হয়েছে বেগম সাহেবা।"

"কেন? কেন?"

"শাহজাদা মুরাদ বন্দী হয়েছেন?"

আর শুনতে পারল না সরস্বতী, স্থির হয়ে গেল সে, আর সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল পালঙ্কে। কতক্ষণ সংজ্ঞা হারিয়ে ছিল সরস্বতী বলতে পারবে না সে। জ্ঞান ফিরে এলে দেখল, দু'চোখ দিয়ে তার অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। সম্পুর্ণ প্রান্তরটি যেন নীরব। মুরাদের শিবিরের কলকোলাহল থেমে গেছে। ভৃত্যেরা পালিয়েছে। বাঁদীরা নেই কেউ। এই হয়! ভাবল সরস্বতী। মোঘল বাদশার সংসার? সেত তাসের ঘর। এই আছে এই নেই। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ল সে। কি করবে এখন? ঔরংজীব শুধু মুরাদের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সরস্বতীকে। হৃদয় লুণ্ঠন করে নিয়ে অস্বীকার করেছে তাকে। আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল সরস্বতী। হঠাৎ তার শিবিরের পাশে কাদের শব্দ শুনতে পেল সে। জটলা করছে যেন কারা। অশ্ব খুরের শব্দ আসছে। উঠে দাঁড়াতেই একজন খোজা এসে কুর্নীশ জানাল তাকে—শাহজাদা ঔরংজীব আপনাকে তলব করেছেন।

ঔরংজীব? হাসল সরস্বতী। কত বড় পাষণ্ড সে। এত বিরাট বিশ্বাঘাতকতা করার পরও তাকে ডেকে পাঠাতে পারে একমাত্র

ঔরংজীবই। হীরবাঈ ভাগ্যবতী—ঔরংজীবের মৃত্যুর আগেই সে মরেছে। বলল ঃ চল। সে দেখবে ঔরংজীবকে। দেখবে কত বড় পাষাণ্ড ঔরংজীব, মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস তার আছে কি না।

বাইরে তাঞ্জাম অপেক্ষা করছিল। উঠে পড়ল সরস্বতী। দেখতে দেখতে এসে গেল তাঞ্জাম ঔরংজীবের শিবিরে। মস্‌লিনে আবৃত, আর রত্নমানিক্যে সজ্জিত ঔরংজীবের হারেম। শাহজাদা অপেক্ষা করছিলেন তার জন্যে। সরস্বতীকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ঔরংজীব। মস্তক তার নত।

"আমায় তুমি ভুল বুঝো না দ্বিতীয় বেগম।"

কোন কথা বলল না সরস্বতী। চুপ করে থাকল সে।

"মুরাদের কোন ক্ষতি করবার জন্য আমি তাকে বন্দী করিনি। শুধু শৃঙ্খলা রাখবার জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে····। উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিষ্পত্তি হলে আমি তাকে আবার মুক্তি দেব।"

তবু কোন কথা বলল না সরস্বতী।

ঔরংজীব বলে চললেন ঃ আমায় তুমি ভুল বুঝো না দ্বিতীয় বেগম। আমি তোমার কাছে লজ্জিত। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার ভালবাসার জন্যও কি তুমি তোমার অনুশোচনাটুকু সরিয়ে ফেলতে পার না আজ? এবার তুমি আমার কাছেই থাকবে। জৈনার সিংহাসন তোমার জন্য আমি শূন্য করে রেখেছি।"

এগিয়ে এসে হাত ধরলেন ঔরংজীব, সরস্বতীর। এবার মুখ খুলল সরস্বতী—

"আমায় আপনি ভালবাসেন শাহজাদা?"

"বাসি দ্বিতীয় বেগম।"

"তবে আমার একটি প্রার্থনা মঞ্জুর করুণ!"

"বল।"

"আমায় গোয়ালিয়র দুর্গে মুরাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।"

"আমায় তুমি ছেড়ে যেও না দ্বিতীয় বেগম।" অনুরোধ করলেন ঔরংজীব।

আর কোন উত্তর করল না সরস্বতী, শুধু মুখ তুলে তাকাল ঔরংজীবের দিকে। তার দুচোখ ভেঙ্গে জল নেমে এসেছে।

"তাহলে তুমি এখানে থাকবে না দ্বিতীয় বেগম?"

"নট।"

"গোয়ালির দুর্গে গেলে তুমি সন্তুষ্ট হবে?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ তোমার কথাই রাখব আমি। কিন্তু মনে রেখ দ্বিতীয় বেগম, অনেক দূরে গেলেও আমার হৃদয় থেকে তুমি যেতে পারবে না।" বলল ঔরংজীব।"

বিশ

গোয়ালিয়র দুর্গের কঠিন প্রাচীরের মধ্যে বসে মুরাদ ভেবে চলেছিলেন আপনার ভাগ্যের কথা, দিল্লীর তক্‌তে তাউস এমনি ভাবে বঞ্চনা করে রাজপুত্রদের। পরভেজকে সে বঞ্চনা করেছে; বৃদ্ধ বয়সে শাজাহানকে করেছে, মুরাদকে করল, দারা আর সুজা ওদেরও করবে। তার জন্যে দুঃখ নেই মুরাদের। ভাগ্যকে বাজি রেখেই তো সে এগিয়ে এসেছিল এপথে। কিন্তু প্রেম? প্রেম যে তাকে বঞ্চনা করল। প্রেমের বঞ্চনা অসহ্য মুরাদের কাছে। সরস্বতীর বিশাল চোখ দুটো ভেসে উঠল তার মনের মধ্যে। সেখানে তো কোন কলুষের চিহ্ন দেখতে পায়নি সে কোন দিন—তবু, তবু সে কেন এমন করল? প্রেম, প্রেম তাকে বঞ্চনা করল? চিৎকার করে উঠেন মুরাদ।

"না, প্রেম বঞ্চনা করেনি" পিছনে কে বলে উঠল।

চমকে উঠে ফিরে তাকালেন মুরাদ। একি স্বপ্ন, না সত্য!

"সরস্বতী!"

"হাঁ আমি শাহজাদা।"

"তুমি?"

"একদিন সুরাটের সমুদ্রতীরে শাহজাদা আমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা আদায় করে নিয়েছিলেন যে, কোন দিন যেন আপনাকে ত্যাগ না করি। শাহজাদা সে কথা ভুললেও, আমি ভুলিনি।"

"তুমিও তবে?"

"না ঔরংজীব আমায় বন্দী করে এখানে পাঠায় নি। আমি স্বেচ্ছায় এখানে চলে এসেছি।"

"কেন এলে দুঃখ সইতে?"

"ভালোবাসার অমর্য্যাদা করতে পারলুম না তাই।"

মুরাদ নির্ব্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সরস্বতীর দিকে।

সরস্বতী বলল "শাহজাদা—এই ভাল হোল আমাদের। রাজনীতির মধ্যে প্রেম সম্ভব নয়। কোলাহলের মধ্যে প্রেমের ব্যাঘাত ঘটে। পৃথিবীর কোলাহল থেকে অনেক দূরে একদিন আমরা স্বপ্ন নীড় রচনা করতে চেয়ে ছিলুম। ভগবান আমাদের কথা শুনতে পেয়ে ছিলেন। এই ভাল। আমাদের আর কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।"

মুরাদদের দু'চোখ ভেঙ্গে জল নেমে এল।

"সাম্রাজ্য হারিয়ে দুঃখ করতে পারেন আপনি। কিন্তু আমি আজ বিরাট সাম্রাজ্য পেলাম গোয়ালিয়র দুর্গে। আজ আমি সব চেয়ে সুখী। লোভ নেই, আকর্ষণ নেই, দুঃখ নেই, শুধু প্রেম আর অফুরন্ত প্রেম। আমি আজ সুখী। আমি আজ সুখী শাহজাদা।"

বিরাট একটা আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল সরস্বতী মুরাদের কোলে। এক মুহূর্ত্ত তাকাল মুরাদ, তারপর বিশ্বসংসার সব ভুলে, জড়িয়ে ধরল সরস্বতীকে। বিশ্বসংসার ডুবে গেল প্রেমের সমুদ্রে।

"সরস্বতী" আস্তে ডাকল মুরাদ।

"একদিন আপনি আমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা আদায় করে ছিলেন শাহজাদা, যেন আমি আপনাকে ছেড়ে না যাই।

আজ আপনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করুন, যেন আপনি আমাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না।"

"আমার ইচ্ছর উপর তো আর সব কিছু নির্ভর করবে না সরস্বতী। আজ আমার জীবন মরণ ঔরংজীবের হাতে।"

"মরণের উপর আমার হাত নেই। কিন্তু যতদিন জীবন আছে, ততদিন আমি আপনার পাশে থাকব, কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

"তোমার ক্ষমতার উপর আমার অবিশ্বাস নেই সরস্বতী।"

বললেন মুরাদ ঃ "মান্দাসোরে তুমি তার পরিচয় দিয়েছ।"

"সে পরিচয় তুচ্ছ। সে ক্ষমতাও তুচ্ছ। বড় প্রেম। সেই প্রেমের জন্য যে, আপনার পাশে আসতে পেরেছি, সেই আমার গৌরব শাহজাদা।"

মুরাদ শুধু তাকিয়ে দেখলেন সরস্বতীকে। সরস্বতী আর ঔরংজীব, জীবনের ছ'টি দিক। পৃথিবীকে তার আর ঘৃণা নেই আল্লা নিষ্ঠুর নন। বিচিত্র তার সৃষ্টি।

সরস্বতী জানাল ঃ আমি শিল্পী। তাপ্তি নদীর তীরে একদিন শিল্পের কাছেই জীবন উৎসর্গ করেছিলাম। কিন্তু প্রেমের গভীরে, শিল্পের মধ্যে, স্পন্দন হারিয়ে গিয়েছিল তার। আজ আবার তাকে ফিরিয়ে আনব আমি। নৃত্যে আর গানে, গোয়ালিয়র দুর্গকে মোগল হারেমের চাইতেও সুন্দর করে তুলব।"

"তাই হোক সরস্বতী! তোমার মধ্যে আমাকে ডুবে থাকতে দাও। বললেন মুরাদ।

সরস্বতী আবার তার মুখ লুকালো মুরাদের বুকে। কিছুটা আবেগে, কিছুটা স্মৃতির বেদনা থেকে, মুরাদের দুচোখ ভরে জল নেমে এল। তার এক ফোটা পড়ল সরস্বতীর হাতে।

মুখ তুলে তাকাল সে মুরাদের দিকে ঃ

"একি! আপনি কাঁদছেন শাহজাদা?"

"হাঁ। আমি আর চোখের জল রাখতে পারছি না, একটা কথা মনে পড়াতে। তোমায় একদিম বলেছিলুম, গুজরাটের সমুদ্র তীরে নতুন তাজমহল গড়ব তোমার জন্য। তার কি এই পরিনাম সরমুতী?"

"স্মৃতি-সৌধের চেয়ে হৃদয় বড়। আপনি আমাকে তাই দিয়েছেন শাহজাদা। তাজমহলের সৌন্দর্য্য তো তার কীর্ত্তি নয়, কীর্ত্তি মমতাজের প্রেম। তাজমহল মমতাজকে অমর করেনি, মমতাজ

তাজমহলকে অমর করেছে। প্রেম যদি সত্য হয়, গোয়ালির দুর্গও আমাদের প্রেমের কাহিনী নিয়ে অমর হয়ে থাকবে।" সান্ত্বনা দিয়েছিল মুরাদকে সরস্বতী।

"তোমার স্বপ্ন সত্য হোক সরস্বতী।"

সরস্বতী নিজের আচলে মুছিয়ে দিয়েছিল মুরাদের চোখের জল।

হঠাৎ খোঁজা এসে দাঁড়াল: সেলাম বেগম সাহেবা।"

তাকাল তার দিকে সরস্বতী:

"কি চাই তোমার?"

ঔরংজীবের পত্র তার হাতে দিল খোঁজা।

"কে লিখেছে সরস্বতী?" জানতে চাইলেন মূরাদ।

"কার পত্র আর দুর্গে আসবে শাহাজাদা? ঔরংজীবের।"

"দুর্গেও সে আমাদের শান্তিতে থাককে দেবে না।"বলল মুরাদ।

চিঠি খুলে পড়ল সরস্বতী। ঔরংজীব লিখেছেন:

দ্বিতীয় বেগম:

অনুশোচনায় আমার বুকটা ভরে যাচ্ছে। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। কিন্তু আবার বলছি মুরাদের ক্ষতি করবার ইচ্ছা আমার নেই। যুদ্ধ শেষ হলেই তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। দুর্গে তার যাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা করেছি আমি। মুরাদকে বোল, তার জন্য প্রতি মাসে দশ হাজার তঙ্কা বরাদ্দ রইল। তার ইচ্ছামত সে ব্যায় করতে পারে। আর, আর আমাকে ভুল বুঝো না দ্বিতীয় বেগম। ইতি—

হাসল একটু সরস্বতীবাঈ। কেন, সেই জানে।

"হাসছ কেন?" বললেন মুরাদ।

"শাহজাদা, ঔরংজীবের কাছে আমার পরাজয় হয়েছে। নারীর চেয়ে পুরুষকে কেউ বেশী চেনে না। সেই নারী হয়েও আমি ঔরংজীবকে চিনতে পারলুম না।"

চিঠিটা এগিয়ে দিল সে মুরাদের দিকে।

একুশ

গোয়ালিয়র দুর্গেই শেষ জীবনটুকু কাটাবার জন্য প্রস্তুত হোলেন মুরাদ। সমস্ত পৃথিবীর কোলাহল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, তিনি ডুবে যেতে চাইলেন সরস্বতীর প্রেমের মধ্যে। কিন্তু ?—

প্রেম ছিল ভিতরে। জীবন ছিল বাইরে। মাঝে মাঝে তা' উচ্ছল হয়ে উঠে, ডাকত মুরাদকে গোয়ালিয়র দুর্গে ! আগ্রার পথে প্রতি মানুষের মধ্যে আলোচনা হতে লাগল মুরাদের অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী। দাবী উঠল—মুরাদের মুক্তি চাই।

তাহলে তখনো বাইরে, মানুষের স্মৃতির মধ্যে মুরাদের স্থান আছে ? আগ্রার দিকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে, মাঝে মাঝে দেখেন মুরাদ। আর একবার, আর একবার কি তবে চেষ্টা করা যায় না, সিংহাসনের জন্য ? আর একবার কি চেষ্টা করা যায় না—

কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন মুরাদ।

একদিন অপরাহ্ণে দুর্গের চত্বর থেকে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন মুরাদ। অনেক নীচে মেলা বসেছে। অনেক লোকের ভিড়। তার মধ্য থেকে, তার দিকে ফিরে তাকাল একজন।

'কে ?' চমকে উঠলেন মুরাদ—।

"হুসেন খান না ?" হাঁ, হুসেন খান, ঠিক চিনতে পেরেছেন তিনি। ইশারা করে ডাকল হুসেন খান তাকে। কি কথা ? গভীর আগ্রহে তাকালেন মুরাদ।

কৃষ্ণ পক্ষ। রাত হবে নিবিড় অন্ধকার। সেই কথা ইঙ্গিতে বলল না হুসেন খান ? হ্যাঁ তাই ! সময় নেই ! ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল মুরাদ—বুঝেছে সে। ফকির চলে গেলেন দৃষ্টির আড়ালে।

দুর্গে ফিরে আসলেন মুরাদ। আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন আসন্ন মুক্তি চিন্তায়।

সরস্বতীবাঈ এসে পাশে দাঁড়াল—টেরও পেলেন না মুরাদ। লক্ষ্য করল সরস্বতী।

"শাহজাদা।"

'এই যে।' চমকে উঠলেন মুরাদ। তারপর কেমন স্থবির হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি সস্বতীর মুখের দিকে।

"কি হয়েছে আপনার?"

"না ত। কিছু না।" বললেন মুরাদ।

"খুব চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে?"

বলতে পারলেন না মুরাদ যে, সরস্বতীকে ফাঁকি দিতে যাচ্ছেন তিনি। বললেন ঃ

"না, তোমার কথাই ভাবছিলুম।"

"কি ভাবছিলেন এত?"

"ভাবছিলুম—কোথায় গেল আমাদের স্বপ্ন। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে, চেষ্টা করলে হয় না?"

"দিল্লীর তক্‌তে তাউস আপনাকে ডাকছে বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি।" বলল সরস্বতী।

"এ আমার কল্পনা শুধু সরস্বতী। তুমি অন্য কিছু মনে কোর না। তোমাকে ছেড়ে আমি গোয়ালিয়র দুর্গ ছেড়ে কোথাও যাবো না।'

কি এক সন্দেহে তবু যেন সরস্বতী তাকাল মুরাদের দিকে।

"কি দেখছ সরস্বতী?"

"আমার মনে হয়, বাইরের বিশ্ব আপনাকে ডাকছে।"বলল সে।

"আমি শুনবনা বাইরের ডাক। তুমিই আমার বহির্বিশ্ব। তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে বললেন মুরাদ ঃ

"সরস্বতী গান গাও তুমি, শুনি। এমন গান গাইবে যা কোন দিন আমার স্মৃতি থেকে দূরে যাবেনা।"

মুরাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বেদনা বিধুর এক সুরের মূর্চ্ছানা তুলল সরস্বতী। সে গানের সুর যেন দিন থেকে রাত্রির পথে ছুটে যেতে লাগল। সমস্ত গোয়ালিয়র দুর্গ ডুবে গেল গভীর অন্ধকারে। ধীরে ধীরে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল শেষ সুর। অপরাহ্ন থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত গাঢ় হয়ে এল। তবু চলল গান। অবশেষে মুরাদ বুকে টেনে নিলেন সরস্বতীকে ঃ

"ঘুমোও রাণী।"

মুরাদের বুকে মাথা রেখে, নিশ্চিন্ত আরামে দুটো চোখ বন্ধ করল সরস্বতী। অনেক গানে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

নীরব প্রহরগুলি কেটে যেতে লাগল বিরাট অপেক্ষায়। অন্ধকার আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে দপ্ দপ্ করে। সঙ্কেত করছে তারা— 'এইতো সময় বেরিয়ে পড়, আর কি সময় পাবি ওরে।' সঙ্কেত হোল দুর্গের বাইরে। হুসেন খান এসেছে। রসির মই ছুঁড়ে দেওয়া হোল দেয়ালের উপর দিয়ে, বুঝলেন মুরাদ। নীচে ঘোড়া প্রস্তুত। শুধু পালিয়ে যাওয়া।

কিন্তু সিদ্ধার্থের মত বেরিয়ে যেতে পারলেন না মুরাদ। প্রেম তাকে ডাক দিল পেছনে। গন্তব্যহীন যাত্রা তার, আর যদি দেখা না হয় তার সরস্বতীর সঙ্গে!

যেতে পরেলেন না মুরাদ, ফিরে দাঁড়ালেন। শেষ বিদায় নিয়ে যেতে হবে তাকে। আস্তে ডাকলেন—'সরস্বতী'।

সরস্বতী তখন স্বপ্ন দেখছিল—মুরাদকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে ঔরংজীবের অনুচরেরা।

মুরাদ শেষ বিদায় নিতে এসেছেন। কাতর চোখে তাকিয়েছেন মুরাদ তার দিকে ঃ

"বিদায় দাও সরস্বতী।"

"না, না, না, আমায় ফেলে তুমি কোথায় যাবে।"

চিৎকার করে উঠল সরস্বতী।

"একি! সরস্বতী! সরস্বতী! চুপ,—চুপ কর" আপ্রাণ বাধা দেবার চেষ্টা করলো মুরাদ।

ঘুম ভেঙ্গে গেল সরস্বতীর।

"একি জাহাপনা আপনি এখনও এখানে?"

দুর্গ তখন জেগে উঠেছে সে চিৎকারে। সতর্ক হয়েছে প্রহরীরা। আলো জ্বলে উঠেছে। দেখা গেল দুর্গের উপর দড়ির মই ঝোলান। নীচে ঘোড়া প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে প্রহরীরা ছুটে এল মুরাদের কক্ষে। সেখানে নেই শাহজাদা। পাগল হয়ে ছুটে গেল তারা সরস্বতী বাঈর ঘরে। সরস্বতীর বাহু বন্ধনে শাহজাদা বন্দী হয়ে আছেন।

ঘিরে ফেলা হোল তাঁকে।

চিৎকার করে উঠল সরস্বতী।

"একি তোমরা কেন?"

কেউ কান দিল না সে চিৎকারে।

শেকল পরিয়ে দেওয়া হোল শাহজাদাকে।

তারপর টেনে নিয়ে গেল প্রহরীরা তাকে।

"ফিরে এস শাহজাদা।"

চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সরস্বতী।

দুর্গ ভেদ করে রাত্রির অন্ধকারে সে চিৎকার দূর দুরান্তে ভেসে গেল।

জ্ঞান হারিয়ে ছিল সরস্বতী। অনেকটা পরে ফিরে এল তার জ্ঞান। মনে করল, বাইরে যাবে সে। বরাবর আগ্রায় চলে যাবে শাহজাদা ঔরংজীবের কাছে। মুরাদের প্রাণ ভিক্ষা চাইবে! ডাকল বাঁদীকে।

সেলাম ঢুকে দাঁড়াল বাঁদী।

"কিল্লাদারকে জানাও আমি বাইরে যাব।"

হুকুম নিয়ে বাইরে চলে গেল বাঁদী। ফিরে এল যখন, সঙ্গে এল কিল্লাদার নিজে।

"আমি আগ্রা যাব, ব্যবস্থা করুন " বলল সরস্বতী।

"রাত করে দুর্গের বাইরে যাবার আদেশ নেই।" বিনীত জবাব এল।

"আমি বন্দী নই। স্বইচ্ছায় দুর্গে এসেছি। স্বইচ্ছায় বাইরে যাব।"

"আমার কোন উপায় নেই।" বিনীত ভাবে জানাল কিল্লাদার।

"জানতে পারিকি—শাহজাদা মুরাদকে আমার কক্ষ থেকে সরান হোল কেন?"

"যুবরাজ পালাবার চেষ্টা করছিলেন।"

"পালাবার?"

"হাঁ। হুসেন খান বাইরে ধরা পড়েছে। দুর্গের উপর সে দড়ির মই ছুড়ে দিয়েছিল। নীচে ঘোড়া প্রস্তুত করে রেখেছিল পালাবার জন্য?"

"শাহজদা মূরাদ এখন কোথায়? আমি তার সঙ্গে দেখা করব।" বলল সরস্বতী।

"হুকুম নেই।"

"ওঃ! আচ্ছা আপনি যান।" বিরাট এক যন্ত্রণা, দগ্ধ করতে লাগল সরস্বতীকে নিজেরই মধ্যে।

চিঠি লিখতে বসল সরস্বতী ঔরংজীবকে।

শাহজাদা

আমাকে আপনি অশেষ স্নেহ করেন। স্নেহের কাছে আজ আমার কিছু আবেদন আছে।

মুরাদ পলায়ন ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

আপনি তাকে শাস্তি দেবেন না। তার জীবন আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে পারি। সেদিন আপনি বলেছিলেন—আমাকে অদেয় আপনার কিছুই নেই। আজ আমি শাহজাদা মুরাদের জীবন আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি। আশা করি বিমুখ হব না।

ইতি

চিঠি শুধু লেখাই হোল। পাঠান গেল না আর।

হুর্গের চতুর্দ্দিক তখন নিষ্ঠুর প্রহরী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে।

বাইশ

অপর দিকে মুরাদের পলায়ন প্রচেষ্টা চোখ খুলে দিল ঔরংজীবের। মুরাদের জন্য অনেক মানুষের সহানুভূতি রয়েছে, একথা বুঝতে পারলেন তিনি। সুতরাং যতদিন মুরাদ জীবিত থাকবেন ততদিন নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না তিনি। বিচারের প্রসহনে সমস্ত কিছুর বাইরে মুরাদকে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন ঔরংজীব।

আহ্‌মেদাবাদে থাকা কালিন মুরাদ হত্যা করেছিলেন নাকি খাঁনকে। নাকি খাঁর দ্বিতীয় পুত্র ঔরংজীবের পরামর্শে বিচার চাইল এবার। কোরাণের নির্দ্দেশে বিচার হোল। হত্যাপরাধের জন্য মুরাদের হোল মৃত্যুদণ্ড। যূপকাষ্ঠে শির দিলেন মুরাদ।

যখন সব শেষ হয়েছে, তখন ঔরংজীবের হাতে এসে পৌছুল গোয়ালিয়র থেকে লেখা সরস্বতীর পত্র। পত্র পড়লেন ঔরংজীব, তার পর এক মুহূর্ত্ত স্থির হয়ে গেলেন। অবশেষে উত্তর দিতে বসলেন : দ্বিতীয় বেগম—

আমার দুর্ভাগ্য, যখন সব শেষ হয়ে গেছে, তখন তোমার পত্র আমার হাতে এল। মুরাদের বিচারের উপর আমার কোন হাত ছিল না। কোরাণের নির্দ্দেশে কাজীর বিচার হোল। যাই হোক এখন সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে চলে গিয়েছে মুরাদ। আল্লার কাছে তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

গোয়ালিয়র দুর্গে আশা করি আরতো মার থাকবার প্রয়োজন হবে না, যদিও জানি তুমি আমাকে ঘৃণা কর এবং দুটো ব্যাপারে আরো বেশী ঘৃণা করেছ, তথাপী আমি তোমাকে তেমনি ভাবেই ভাল বেসেছি। তোমার জন্য আন্তরিক এবং গভীর অপেক্ষা রয়েছে

আমার। আশা করি, আমার অন্তরটা কৃত্রিম বলে তুমি ভুল বুঝবার চেষ্টা করবে না। যদি কোন পাপ করে-থাকি, তবে তার শাস্তি তোমার বিরহে সহ্য করছি আমি—। তুমি বুঝবে না, এখানে তোমার কথা চিন্তা করে কত বিনিদ্র রজনী কেটে যায় আমার তীব্র যন্ত্রনায়। তুমি ফিরে এস দ্বিতীয় বেগম, এবং আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে আমার পাশে এসে দাঁড়াও। তোমার জন্যে হারেম আমার শূন্য হয়ে আছে।

ইতি—

তোমার···

পত্র পড়তে লাগল সরস্বতী। কোন রকম অভিব্যক্তি হোল না তার মধ্যে।—নির্ব্বিকার পড়ে গিয়ে উত্তর লেখতে বসল সে। শেষ পত্র দিতে হবে ঔরংজীবকে।

লিখল সরস্বতী : এ বাঁদীর প্রতি শাহজাদার অসীম করুণার জন্য ধন্যবাদ। আপনি লিখেছেন যে, রাজনৈতিক কারণে মুরাদের কোন ক্ষতি করবার ইচ্ছা আপনার ছিল না, নিতান্ত মনুষত্বের খাতিরেই আপনার স্নেহের ভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। নাকি খানের পুত্রেরা পিতার হত্যার বিচার চাইল। কোরাণের বিধানে হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বিধান। এ বিষয়ে কাজির বিচারের উপরে হাত ছিলনা আপনার। সুতরাং নাকি খানকে হত্যা করবার জন্য মুরাদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মনে প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ এত দিন পরে নাকি খানের পুত্ররা বিচার চাইল কেন? এ বিষয়ে অবশ্য আপনার কাছ থেকে আমি কোন জবাব আশা করি না। আর সামান্য বাঁদীকে উত্তর দিতে আপনি বাধ্যও নন। অসীম করুণা করে, আপনি আমাকে আপনার হারেমে যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। জানিয়েছেন, আপনি আমাকে ভালবাসেন। আপনার ভালবাসাকে বিচার করতে চাই না। তবে

আমার তরফ থেকে বিচার করে এইটুকু বলতে পারি যে, আমি আপনাকেই ভালবেসেছিলুম, শাহজাদা মুরাদকে নয়। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনার প্রতি আমার অনুরাগের এতটুকু আমি নিজের মধ্যে আবিস্কার করতে পারি, সেই মুহূর্তে আপনাকে এড়িয়ে চলেছি। তবুও ইচ্ছা ছিল আপনারই কাছে যাবার, কিন্তু প্রেমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যে (কারণ আমারই পরামর্শে মুরাদ গিয়েছিলেন আপনার কাছে) গোয়ালিয়র দুর্গে এলাম প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিশ্বাসঘাতকতা করলুম আমি। আমি আজো আপনাকেই ভালবাসি। সমস্ত কিছু বিচার করেই একথা বললুম—। কিন্তু তবু আপনার কাছে ফিরে যাবার আর পথ নেই। প্রেমের প্রতি আমার বিশ্বাসঘাতকতা, এবং আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য, বাকী জীবন আমি কাটাব গোয়ালিয়র দুর্গে। ভগবান স্বর্গত শাহজাদা মুরাদের আত্মাকে শান্তি দিন, এবং আপনাকেও পাপমুক্ত করুণ।

ইতি—

সরস্বতীবাঈ।